আস্তিকতা ও নাস্তিকতা : একটি বিশ্লেষণ

আস্তিকদের সাথে যুক্তিতর্ক করে তেমন একটা মজা পাওয়া যায় না। কারণ তাদের শেষ একটা 'অস্ত্র' আছে, আর সেটা হচ্ছে 'বিশ্বাস'। কতই না সুবিধা, তাই না! যখনই কেহ যুক্তিতর্কের এক পর্যায়ে 'বিশ্বাস' নামক 'অস্ত্রের' আশ্রয় নেয়, তখন আর এগোনো সম্ভব হয় না। আমার কিছু আস্তিক বন্ধু আলোচনার মাঝপথ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে! নাস্তিকরা যেহেতু এরকম কোন 'অস্ত্র' থেকে মুক্ত, সেহেতু এই লেখাটি মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্যেই। তবে তাদেরও যদি কোন 'অস্ত্র' থেকে থাকে সেক্ষেত্রে লেখাটি কিন্তু সকলের জন্য *(কারো বিশ্বাসে আঘাত দেওয়ার জন্য নয় নিশ্চয়)*। যদিও ঈশ্বর নিয়ে আলোচনা করতে গেলে চিরাচরিতভাবেই প্রচলিত ধর্ম চলে আসে তথাপি লেখাটিকে ধর্ম থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঈশ্বর (The Creator of the Universe)-এ বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস কি না

একজন সংশয়বাদী ও সত্য সন্ধানী হিসেবে বিষয়টা নিয়ে আমার এক বন্ধুর সরণাপন্ন হয়েছিলাম। বন্ধুটি যা বলেছে তার সারমর্ম প্রথমে ফাইভ স্টারের মধ্যে তুলে দিচ্ছি। বন্ধুর ভাষায় :

*****

ছোট্ট একটি গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। এক সংশয়বাদী বন্ধুকে একদিন গল্পটি বলছিলাম। গল্পটি এরকম :

একদা কিছুই ছিল না। ঈশ্বরও না। মহাশূন্যও না। হঠাৎ করে একদিন মহা-বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাশূন্য, বস্তু ও শক্তি ইভ্যল্ভ্ করলো। তারপর ধী-রে ধী-রে ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সি ও গ্রহ-নক্ষত্র ইভ্যল্ভ্ করলো। অ্যাক্সিডেন্টালি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ইভ্যল্ভ্ করলো। অ্যাক্সিডেন্টালি পানি ইভ্যল্ভ্ করলো। অ্যাক্সিডেন্টালি আলো-বাতাস ইভ্যল্ভ্ করলো। সেই সাথে অ্যাক্সিডেন্টালি অনেক রাসায়নিক পদার্থও ইভ্যল্ভ্ করলো। অ্যাক্সিডেন্টালি ফিজিক্যাল ও ন্যাচারাল ল্য ইভ্যল্ভ্ করলো। তারপর হঠাৎ করে একদিন মিউট-বিস্ফোরণের মাধ্যমে কোন এক পুকুর থেকে অ্যামীবার মতো একটি জীব ইভ্যল্ভ্ করলো। তবে সেই অ্যামীবা পুরুষ নাকি মহিলা নাকি ক্লীব ছিল তা জানা নেই। তারপর সেই অ্যামীবা থেকে ধী-রে ধী-রে ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি মিলিয়ন-মিলিয়ন প্রজাতি ইভ্যল্ভ্ করলো এবং সেই সকল প্রজাতির বেঁচে থাকার জন্য পাসাপাসি ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি খাদ্যদ্রব্যও ইভ্যল্ভ্ করলো।

গল্পটা শেষ না হতেই বন্ধুর রিয়্যাক্শন - স্টপ! স্টপ! স্টপ! ডোন্ট কন্টিনিউ দিস কাইন্ড অব গ্র্যান্ড'মা স্টোরি! এই ধরনের আজগুবি কাহিনী তোকে কে শুনালো রে?

ওয়েল, এক নাস্তিক বন্ধু।

- তোর বন্ধু তো দেখি গ্রেট্ বিলিভার অব অ্যাক্সিডেন্ট, কোয়েন্সিডেন্স, চান্স, ব্লাইন্ড অ্যান্ড র‍্যান্ডম প্রসেস!

ওয়েল, তাহলে একটা কৌতুক শোন। চার বন্ধু নিজ নিজ দেশ নিয়ে গর্ব করছে :

আমেরিকান বন্ধু : জানিস, আমাদের দেশ না এমন একটি মেশিন আবিষ্কার করেছে যেটা কিনা একেবারে মেঘের উপর দিয়ে যায়! **{এরোপ্লেন}**

জার্মান বন্ধু : আরে মেঘের উপর দিয়ে যাওয়াটা এ যুগে আর নতুন কী? আমাদের দেশ এমন একটি মেশিন আবিষ্কার করেছে যেটা কিনা একদম সাগরের নীচে দিয়ে যায়! **{সাবমেরিন}**

ইন্ডিয়ান বন্ধু : তোদের মতো আমাদের দেশ অতটা উন্নত কিছু না করতে পারলেও তারা একটি মেশিন আবিষ্কার করেছে, যার এক দিক দিয়ে ডিম ঢুকিয়ে দিলে অপর দিক দিয়ে হাঁস-মুরগি বেরিয়ে আসে! **{ইনকিউবেটর}**

বাংলাদেশী বন্ধু : ওয়েল, তোরা তো ভাল করেই জানিস যে আমাদের দেশ খুবই গরীব! তাদের মেঘের উপর বা সাগরের নীচে দিয়ে যাওয়ার মতো মেশিন তৈরীর কোনই সামর্থ্য নেই! আর আস্ত ডিমই বা পাবে কোথা থেকে? তবে তারা একটি রি-সায়ক্লিং মেশিন আবিষ্কার করেছে, যার এক দিক দিয়ে রেস্টুরেন্টের উচ্ছিষ্ট হাড়-হাড্ডি ঢুকিয়ে দিলে অন্য দিক দিয়ে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ-হাম্বা-হাম্বা করতে করতে গরু-ছাগল-ভেড়া-হাঁস-মুরগি থেকে শুরু করে এমনকি মানুষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে! **{ইভ্যলুশন মেশিন}**

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক ...

গাধার দাড়ি নেই; কিন্তু গাধা মানুষ নয়!
আইনস্টাইনেরও দাড়ি নেই; সুতরাং আইনস্টাইনও মানুষ নয়, গাধা!

রাম-ছাগলের দাড়ি আছে; কিন্তু রাম-ছাগল মানুষ নয়!
রবীন্দ্রনাথেরও দাড়ি আছে; সুতরাং রবীন্দ্রনাথও মানুষ নয়, রাম-ছাগল!

ভেড়ার গায়ে পশম আছে; কিন্তু ভেড়া মানুষ নয়!
নিউটনের গায়েও পশম আছে; সুতরাং নিউটনও মানুষ নয়, ভেড়া!

এভাবে 'দাড়ি' বা 'পশম'কে মাপকাঠি ধরে উপসংহার টানলে ব্যাপারটা কেমন হবে, একবার ভেবে দ্যাখ! নিশ্চয় ভয়াবহ রকমের ঠেরিবল, ঠিক কি না? কিছু জ্ঞানী ও স্মার্ট মানুষও বার বার একই রকমের ঠেরিবল ভুল করে যাচ্ছেন। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস'কে মাপকাঠি ধরে মহা-উপসংহার ড্র করছেন! যেমন :

১) ঘোড়ার আন্ডাতে বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস; কিন্তু ঘোড়ার আন্ডা বলে কিছু নাই!

২) ভূত-প্রেতে বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস; কিন্তু ভূত-প্রেত্ বলে কিছু নাই!

৩) ইউনিকর্নে বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস; কিন্তু ইউনিকর্ন বলে কিছু নাই!

.

.

.

n) ঈশ্বরে বিশ্বাসও একটি অন্ধ-বিশ্বাস; সুতরাং ঈশ্বর বলেও কিছু নাই (Creator does not exist)!

এবার তুই-ই বল, কোন র‍্যাশনাল মানুষ কি ১, ২, ৩, ... নাম্বার বিশ্বাসের সাথে n-নাম্বার বিশ্বাসকে গুলিয়ে ফেলবেন বলে মনে হয়? গুলিয়ে ফেলাটা কি র‍্যাশনালিটির চরম সীমাবদ্ধতাকেই প্রকাশ করবে না? এ তো দেখি অ্যাপেলের সাথে অরেঞ্জের তুলনার চেয়েও বেশী ঠেরিবল! মূলার সাথে কলার তুলনাও মনে হয় অনেক বেশী যুক্তিসম্মত! একেবারে মাকাল ফলের সাথে স্ট্র্যবেরির তুলনা হয়ে গেল না?

কিছু লোক ভেবে বা না ভেবে পুনঃ পুনঃ একটি আপ্তবাক্য আউড়িয়ে যায় এই বলে যে, আর দশটা বিশ্বাসের মত ঈশ্বরে বিশ্বাসও একটি অন্ধ-বিশ্বাস! একটু-আধটু চিন্তা করা তো দূরে থাক, অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে তাহা যেমন জানার প্রয়োজন মনে করে না, তেমনি আবার মানুষকে জানানোর প্রয়োজনও বোধ করে না। মানুষ তাহলে কীভাবে বুঝবে অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে? নিম্নের পয়েন্টগুলো আগে বিবেচনা করে দ্যাখ :

- চোখের সামনেই ইনফাইনাইট একটি মহাশূন্য আছে (Where did the SPACE come from?)।
- সেই মহাশূন্যের মধ্যে প্রায় ইনফাইনাইট সমতুল্য বস্তু ও শক্তি আছে (Where did the energy and matter come from? Did they evolve from NOTHINGNESS?)।
- বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সি ও গ্রহ-নক্ষত্র আছে (Did they evolve too?)।
- মিলিয়ন-মিলিয়ন প্রজাতি আছে (Did they REALLY evolve blindly and randomly?)।
- প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে আবার বিচিত্র রকমের কালারফুল উপ-প্রজাতি আছে।
- বিচিত্র ধরনের মিলিয়ন-মিলিয়ন কালারফুল উদ্ভিদ, শস্য ও ফল-মূল আছে (Did they also evolve?)।
- বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্তও শূন্য থেকে কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি।
- বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্তও নির্জীব বস্তু থেকে সামান্য একটি জীবও সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি।
- বিজ্ঞানীরা ফিজিক্যাল ও ন্যাচারাল ল্য আবিষ্কার করেছেন (Where did the laws come from? Did they evolve?)।
- কার্য-কারণ সূত্রের প্রচলিত একটি যুক্তি : (a) Whatever begins to exist has a cause of its existence; (b) The Universe began to exist; (c) Therefore, the Universe has a cause of its existence.

- বিগ-ব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী এই মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে। এই তত্ত্ব আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত বস্তুবাদী নাস্তিক দার্শনিকরা মহাবিশ্বকে চিরস্থায়ী বলে বিশ্বাস করতেন। স্টিফেন হকিং, খুব জোর দিয়ে না হলেও, বলেছেন যে, যেহেতু মহাবিশ্বের শুরু আছে সেহেতু মহাবিশ্বের বাহির থেকে মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে স্টিফেন হকিং একটি সম্ভাবনা (Cause) হিসেবে ঈশ্বরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। অনেকে হয়ত বলতে পারেন, কারণ ছাড়াও কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। হ্যাঁ, হয়ত পারে। কিন্তু তার কি কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে? আর বিগ-ব্যাং যে কোন কারণ ছাড়াই ঘটেছে তারই বা প্রমাণ কি? তাছাড়া প্রকৃতিতে যেহেতু বেশীরভাগ ঘটনার পেছনেই কারণ থাকে, সেই ভিউপয়েন্ট থেকে বিগ-ব্যাং এর পেছনেও কারণ থাকার সম্ভাবনাই বেশী। ‘কারণ’ হিসেবে ঈশ্বরের জায়গাতে কেহ অ্যাক্সিডেন্টও ধরে নিতে পারে, কিন্তু সেটা কতটুকু সন্তোষজনক ও যুক্তিসম্মত হবে? বিগ-ব্যাং অর্থ হচ্ছে মহা-বিস্ফোরণ (What exploded, by the way? What triggered the Big-Bang, anyway?)। কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কোন কিছু বিস্ফোরিত হয়ে চারিদিকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে পুনরায় একত্রিত হয়ে বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্যালাক্সি ও গ্রহ-নক্ষত্র তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? কেন ও কীভাবেই বা এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ করলো এবং এখনও করছে? কিছু বিজ্ঞানী বিগ-ব্যাং এর পাসাপাসি ইনফ্লেশন তত্ত্ব নিয়েও গবেষণা করছেন। তবে ইনফ্লেশন তত্ত্ব সত্য হলেও বিগ-ব্যাং তো আর মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না। ব্যাপারটা হয়ত আগে-পরে এই আর কি।
- বিগ-ব্যাং এর পর জীব সৃষ্টি করতে কয়েক বিলিয়ন বছর লাগাতে অনেকে ঈশ্বরকে ‘Lazy god’ বলে সমালোচনা করে থাকেন। তারা মনে হয় আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব ভুলে বসে আছেন। তাছাড়া ঈশ্বর যদি টাইম-স্পেস ডাইমেনশন থেকে স্বাধীন হয় সেক্ষেত্রে ‘Time Factor’ ইসু একদমই অবান্তর। মানুষের কাছে কয়েক বিলিয়ন বছর মনে হলেও ঈশ্বরের কাছে সেটা হয়ত তাৎক্ষণিক একটি মুহূর্ত (A transient instance)।
- বিজ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানীদেরই আবিষ্কৃত সীমিত একটি টুল। বিজ্ঞান নিজে থেকে যেমন কিছু করতে পারে না, তেমনি আবার কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এই টুলকে ব্যবহার করে সৃষ্টির কিছু মেকানিজমকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করেন মাত্র। সৃষ্টি ছাড়া ইভ্যলুশনও কিন্তু একদমই অবান্তর। কিছু একটা থেকে ইভ্যলুশন শুরু হতে হবে। যেখানে কিছুই নাই সেখানে ইভ্যলুশনের প্রশ্নই আসে না। সুতরাং আগে সৃষ্টি, পরে ইভ্যলুশন। ইভ্যলুশন বা যে কোন তত্ত্ব ভুল বা সঠিক প্রমাণিত হওয়ার সাথে কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বেরও কোন সম্পর্ক নাই। যদিও কিছু নাস্তিক গবেষক ইভ্যলুশন তত্ত্বকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপও মনে করেন, যেটা সত্যিই হাস্যকর!
- পৃথিবীর গোলত্বের মতো একটি সত্যের সাথে ইভ্যলুশনের তুলনা আর রাণী এলিজাবেথ বুড়ির সাথে চাঁদের বুড়ির তুলনা প্রায় সমান। আজ থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীর আকার যা ছিল, আজও ঠিক তাই রয়ে গেছে। কেহ পৃথিবীর গোলত্বকে অস্বীকার করলে তার ঘাড় ধরে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ দেখানোও সম্ভব। কিন্তু কেহ কি অ্যামীবা থেকে শুরু করে মিলিয়ন-মিলিয়ন প্রজাতি হয়ে মানুষ পর্যন্ত ইভ্যলুশনের সিনারিও পরীক্ষামূলকভাবে দেখাতে পারবে? তাও আবার ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম! ইভ্যলুশনের ক্ষেত্রে কিছু গবেষক অতি সামান্য র‍্যান্ডম নমুনার উপর ভিত্তি করে উপসংহার ড্র্য করছেন, যেগুলো মোট তথ্যের তুলনায় কিছুই না।
- যদিও প্রথম জীব কবে, কোথায় ও কীভাবে ইভ্যল্ভ্ করেছে তার কোন সদুত্তর এখন পর্যন্তও বিজ্ঞানীদের হাতে নেই, তথাপি ধরে নেওয়া যাক যে অ্যামীবার মতো একটি এককোষী জীব থেকে কারো হস্তক্ষেপ ছাড়াই আপনা-আপনি ইভ্যল্ভ্ করতে করতে মানুষে এসে ঠেকেছে! তারপরও হাজারো প্রশ্ন থেকে যায়। যেমন প্রথম এককোষী জীব কোন্ লিঙ্গের ছিল? সেখানো থেকে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ কবে, কেন ও কীভাবে ইভ্যল্ভ্ করলো? প্রত্যেকটি প্রজাতির পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ একসাথে নাকি আগে-পরে ইভ্যল্ভ্ করেছে? জৈবিক চাহিদা পূরণ ও বংশবিস্তারের জন্যই কি পুংলিঙ্গ (Cock) ও স্ত্রীলিঙ্গ (Hen) ইভ্যল্ভ্ করেছে? মানুষ ও পশুদের অণ্ডকোষ কেন ও কীভাবে ইভ্যল্ভ্ করলো? প্রাণীর বংশবিস্তারের জন্য তাদের মধ্যে কেন ও কীভাবে শুক্রানু ও ডিম্বানু ইভ্যল্ভ্ করলো? একে অপরের প্রতি আকর্ষণই বা কেন ও কীভাবে ইভ্যল্ভ্ করলো? প্রাণীরা কীভাবে জানলো যে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের মিলনে নতুন প্রাণীর জন্ম হয়? রক্ত চলাচলের জন্য অতি সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা কেন ও কীভাবে ইভ্যল্ভ্ করলো? রক্তই বা কেন ও কীভাবে ইভ্যল্ভ্ করলো? পশু-পাখিদের সম্পূর্ণ শরীর যেখানে সমসত্ত্বভাবে লোম ও পালকে ভর্তি, সেখানে মানুষের শুধু মাথায় চুল কেন? প্রথম এককোষী জীবের কি কোন ফসিল আছে? তার ঠিক পরের জীব কোন্টি? প্রাণীদের প্রয়োজনেই কি খাদ্য ইভ্যল্ভ্ করেছে নাকি উল্টোটা? খাদ্যের প্রয়োজনেই কি মুখ সহ ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ইভ্যল্ভ্ করেছে নাকি উল্টোটা? কেনই বা খাদ্যের প্রয়োজন হলো? দেখার প্রয়োজনেই কি চক্ষু ইভ্যল্ভ্ করেছে নাকি বিপরীতটা? শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনেই কি নাসারন্ধ্র ইভ্যল্ভ্ করেছে নাকি বিপরীতটা? কেনই বা শ্বাস-প্রশ্বাসের দরকার হলো? শোনার জন্যই কি কর্ণ ইভ্যল্ভ্ করেছে নাকি উল্টোটা? অসার বস্তু শরীর থেকে বের করে দেওয়ার জন্যই কি পায়ু পথ ও মুত্রনালি ইভ্যল্ভ্ করেছে নাকি বিপরীতটা? ইত্যাদি! ইত্যাদি! ইত্যাদি! এরকম হাজারো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব!
- স্রেফ কাদা-পানি থেকে কোনরকম নিয়ন্ত্রিত ল্য ছাড়াই মিলিয়ন-মিলিয়ন ধরনের রক্ত-মাংসের গড়া বুদ্ধিমান জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ সহ উদ্ভিদ, ফল-মূল, শস্য ইত্যাদি ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি ইভ্যল্ভ্ করেছে! ওহ্ মাই গস! মানুষের বিশ্বাসের বহর দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়! তাছাড়া কাদা-পানিই বা আসলো কোথা থেকে?

- অনেকে বলে থাকেন বিজ্ঞান নাকি 'গড এর গ্যাপ' পূরণ করছে। আমি কিন্তু এই বক্তব্যের সাথে একদমই একমত নই। বিজ্ঞান মানুষের প্রচলিত বিশ্বাসের কিছু কিছু গ্যাপ পূরণ করতে পারে। তবে প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে কিছু অজানা তথ্য যেমন উন্মোচিত হয় তেমনি আবার অনেক নতুন নতুন গ্যাপেরও সৃষ্টি হয়! বিগ-ব্যাং ও ইভ্যলুশনের কথাই ধরা যাক। বিগ-ব্যাং ও ইভ্যলুশন কিন্তু নতুন করে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যত বড় বিজ্ঞানী, তাঁর কাছে কিন্তু ততই গ্যাপ বেশী! তবে যারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ প্রশ্নের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় তাদের কথা আলাদা। সত্য বলতে কি, বিজ্ঞান কিন্তু নাস্তিকদের বিশ্বাসেরও কিছু কিছু গ্যাপ পূরণ করছে।
- এই মহাবিশ্বটা শুধুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম অ্যাক্সিডেন্টের ফলাফল হলে অনেক প্রসেস বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে নির্ধারিতভাবে (Deterministically) রান করার কথা না। যেমন সৃষ্টির শুরু থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর ধরে এ পর্যন্ত একটি প্রাণীও বেঁচে থাকে নাই! সুতরাং খুব জোর দিয়েই বলা যায় যে, মৃত্যু একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস (Deterministic process)। অনুরূপভাবে, মহাবিশ্বের শুরু থেকে বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ অক্ষে সুবোধ বালকের মতো ঘুরছে! একটি এনার্জি (?) বিস্ফোরিত হয়ে পার্টিকলগুলো (?) পুনরায় একত্রিত হয়ে ছোট ছোট বল তৈরী করে নিজ নিজ অক্ষে শূন্যে ঘোরা শুরু করে নাকি? ওহ্ মাই গস! কেন ও কী এমন শক্তিবলে ঘুরছে যে একদমই থামছে না! সুতরাং এক্ষেত্রেও খুব জোর দিয়েই বিষয়টিকে একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস বলা যেতে পারে। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। তুচ্ছ কিছু র‍্যান্ডম প্রসেসও থাকতে পারে। যাহোক, কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে অনেক প্রসেস নির্ধারিতভাবে রান করার আদৌ কি কোন সম্ভাবনা আছে?
- বিজ্ঞানীরা বলেন, লাইফ ফর্ম করার জন্য 'বিশেষ' একটি পরিবেশের দরকার। অর্থাৎ যে কোন পরিবেশে লাইফ ফর্ম করতে পারে না। আজ থেকে মিলিয়ন-মিলিয়ন বছর আগে একটি 'বিশেষ পরিবেশে' নাকি লাইফ ফর্ম করেছে। তার মানে বিষয়টি ডিটারমিনিস্টিক। র‍্যান্ডম হলে যে কোন পরিবেশে, যে কোন সময় লাইফ ফর্ম করার কথা, তাই নয় কি?
- আজ থেকে কয়েক দশক আগ পর্যন্তও বিজ্ঞানীদের DNA-এর গঠন প্রণালী সম্পর্কে তেমন কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। কিন্তু আজ DNA-এর অত্যন্ত জটিল গঠন প্রণালী ও জীবের আরো কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিষয়টিকে অনেকেই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম ইভ্যলুশনের ফলাফল বলে মেনে নিতে পারছেন না।
- মানুষের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় (Sense) কেন ও কীভাবে ইভ্যল্‌ভ্ করলো? DNA বৃদ্ধির সাথে ইন্দ্রিয় বৃদ্ধির সম্পর্কই বা কী? অত্যন্ত পরিষ্কার যে, DNA এখানে তথ্য (Information means to be deterministic) বহনকারী একটি চালক হিসেবে কাজ করছে। প্রত্যেক মানুষের DNA নাকি ইউনিক, অর্থাৎ কারো সাথে কারো মিল নেই। সত্যিই এ এক বিস্ময়! তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস। ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম ন্যাচারের পক্ষে এই ধরনের ইউনিক ও ডিটারমিনিস্টিক সিলেকশন সত্যিই হাস্যকর। সবকিছুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম হলে এই অসাধারণ ইউনিক্‌নেস বজায় থাকার কথা না। মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।
- শুধু তাই নয়, সবকিছুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম হলে মাঝে-মধ্যে মানুষের পেট থেকে মাঙ্কি, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির বাচ্চা অথবা মাঙ্কি, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির পেট থেকে মানুষের বাচ্চা বের হয়ে আসার কথা! তা কিন্তু হচ্ছে না। অর্থাৎ প্রসেসগুলোর পেছনে একটি স্বজ্ঞাত নিয়ন্ত্রিত শক্তি কাজ করার সম্ভাবনাই বেশী। ফলে ইভ্যলুশন তত্ত্ব যদি সত্যও হয় সেক্ষেত্রে সেটাকে ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম প্রসেস বলাটা একদমই অযৌক্তিক। ইভ্যলুশন মনে হয় নাস্তিক গবেষকদের দিকে বুমেরাং হয়েই ধেয়ে যাচ্ছে!
- কেহ কি কখনো শুনেছেন যে, আম গাছে হঠাৎ করে জাম ধরেছে? কচু গাছে লিচু? অ্যাপেল গাছে কাঁঠাল? কুমড়া গাছে জাম্বুরা? ঝাউ গাছে লাউ? পান গাছে ধান? মূলা গাছে কলা? নাহ্, কেহই শুনেন নাই! তার মানে এগুলো সবই ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস। আর ডিটারমিনিস্টিক প্রসেসে নিয়ন্ত্রিত শক্তির প্রশ্ন আসাটাই স্বাভাবিক।
- জীবজগতের দিকেও সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলে তাদের শারীরিক গঠনের মধ্যে একটা ইউনিফর্মিটি লক্ষ্য করা যায়। সবকিছুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম হলে দীর্ঘদিন ধরে এই ইউনিফর্মিটি হয়ত বজায় থাকতো না। কিছু কিছু প্রাণীর লেজের মাথায় একগোছা কেশ কেন ও কীভাবে ইভ্যল্‌ভ্ করলো, যেখানে অন্যান্য প্রাণীদের নেই! পশু-পাখিদের শিং ও জিহবা কেন ও কীভাবে ইভ্যল্‌ভ্ করলো? জিরাফের গলা অতো লম্বা কেন? একই পশু-পাখির গায়ে একাধিক কালারই বা কেন ও কীভাবে ইভ্যল্‌ভ্ করলো? প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্মের পর গ্র্যাজুয়ালি বেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে তাদের গতি-প্রকৃতি, জীবন যাপন প্রণালী ও বুদ্ধিমত্তার দিকে সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টি দিলেও মনে হবে যেন তারা কোন স্বজ্ঞাত শক্তি দ্বারা চালিত এবং কোন না কোনভাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত! এগুলোকে শুধুই ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম বলে বিশ্বাস করাটাই কেন জানি ব্লাইন্ড বলে মনে হয়!
- ব্যতিক্রম কেস ছাড়া পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে যদি সমীক্ষা চালানো হয় তাহলে দেখা যাবে যে, নারীদের তুলনায় পুরুষরা উচ্চতায় বেশী এবং সেই সাথে বেশী শক্তিশালী ও সাহসী। এমনকি বেশী উচ্চতার নারীরাও পুরুষদের তুলনায় কম শক্তিশালী ও সাহসী। বিষয়টাকে কিছুটা ডিটারমিনিস্টিক মনে হয় না? ইভ্যলুশন তত্ত্ব এ বিষয়ে কী বলে? র‍্যান্ডম ইভ্যলুশনও নারী-পুরুষের মধ্যে ডিটারমিনিস্টিক্যালি বৈষম্যমূলক আচরণ করে নাকি? ওহ্ মাই গস!

- পৃথিবীতে জীবজগতের ইভ্যলুশনের পাসাপাসি খাদ্যদ্রব্যও ইভ্যল্ভ্ করেছে! অন্যান্য গ্রহে যেমন জীব-জন্তু নেই তেমনি আবার কোন খাদ্যদ্রব্যও নেই! সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, জীবজগৎ ও খাদ্যদ্রব্য একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিষয়টাকে একটা সু-পরিকল্পনা বলে মনে হয় না? ন্যাচারাল খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন ভিটামিন ও মিনারেল কেন ও কীভাবে ইভ্যল্ভ্ করলো? কোন পাগলেও কি বিশ্বাস করবে যে মিলিয়ন-মিলিয়ন ফল-মূল, শস্য-উদ্ভিদ ইত্যাদি একটি বীজ থেকে ইভ্যল্ভ্ করেছে? তাছাড়া প্রথম বীজ-ই বা আসলো কোথা থেকে? কোন গাধাও কি বিশ্বাস করবে যে তিল-গাছ থেকে তাল-গাছ ইভ্যল্ভ্ করেছে? ঘাস থেকে বট গাছ? ইভ্যলুশনের আলোকে অ্যাপেল ও কাঁঠালের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? আখের সাথে তরমুজের-ই বা কী সম্পর্ক, যদিও দুটোতেই পানি আছে? স্রেফ ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে এগুলো ইভ্যল্ভ্ করা কি আদৌ সম্ভব?

- কিছু নাস্তিক গবেষক 'ন্যাচারাল সিলেকশন' নামের একটি টারমিনোলজির উপর জোর দিয়ে আসছেন। তাদের মতে ন্যাচার নাকি ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম এবং সামনে কোন কিছু দ্যাখে না! প্রশ্ন হচ্ছে, ন্যাচার যে ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম, সেটা তারা কীভাবে জানলেন? উদাহরণস্বরূপ, শিম্পাঞ্জীর আগের ও পরের ধাপ র‍্যান্ডম সিলেকশন নাকি ডিটারমিনিস্টিক সিলেকশন সেটা তারা কীভাবে নিশ্চিত হলেন? ন্যাচার সত্যি-সত্যি সামনে দ্যাখে কি না সেটা জানতে হলে তো সেই গবেষকদের অবশ্যই সামনের তথ্য জানার কথা। অন্যথায় তারা এমন মন্তব্য কীভাবে করেন? বৃত্তাকার যুক্তি (Circular argument) নয় কি? এও কি এক ধরনের বিশ্বাস না!

- মানুষের ব্রেন-সেল কেন ও কীভাবে ইভল্ভ করলো যে, সেখানে আবার অসংখ্য তথ্য স্টোর করে রাখা যায়? র‍্যান্ডমলি ইভ্যল্ভ্ করে মানুষ ও পশু-পাখি আবার কীভাবে ডিটারমিনিস্টিক্যালি কাজ করতে পারে এবং ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তও নিতে পারে?

- কিছু নাস্তিক গবেষক নিজেরা বুদ্ধিমান হয়ে বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্বকে আবার একদম অস্বীকার করে আসছেন। অর্থাৎ তারা বলতে চাইছেন যে, এই মহাবিশ্বের সবকিছুই ব্লাইন্ডলি ও র‍্যান্ডমলি ইভ্যল্ভ্ করেছে এবং এর মধ্যে কোনরকম বুদ্ধিমত্তা কাজ করে নাই। তবে বুদ্ধিমত্তা কাজ না করার স্বপক্ষেও কিন্তু কোন প্রমাণ নেই। এও এক ধরনের বিশ্বাস। তাদের এই পজেটিভ বিশ্বাসের বিপরীতে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাতে হবে। বুদ্ধিমত্তাকে অস্বীকার করার পেছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে ঈশ্বরে অবিশ্বাস, অন্য কিছু নয় কিন্তু! ঈশ্বরকে এড়াতে যেয়ে মহাবিশ্বের সবকিছুকেই বুদ্ধিমত্তাশূন্য ও অন্ধ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে! বেশ ইন্টারেস্টিং! ভাল কথা, বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, তারা নিজেদেরকে আবার বুদ্ধিমত্তাশূন্য ও অন্ধ মেনে নিতেও নারাজ! এ যেন সেই ইউটোপিয়া কথার মতো, 'I want to have the cake and eat it too!' তারা অদৃশ্য সবকিছুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও নিজেদের বুদ্ধিমত্তায় এসে হঠাৎ করে থেমে যান! এক্ষেত্রে নাকি 'আলাদা' ব্যাখ্যার দরকার! তার মানে কোন এক জায়গাতে থেমে যেতে হয় তাহলে! ঈশ্বরকে এড়াতে যেয়ে তারা মনের অজান্তে (?) নিজেদেরকেই কিন্তু গডের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন! অর্থাৎ প্রয়োজনে তারা নিজেদেরকে কখনো অ্যামীবার উত্তরসুরী (Mere creature), কখনো বা আবার গড বানিয়ে দিচ্ছেন! সত্যিই ইন্টারেস্টিং!

- রিচার্ড ডকিন্সের একটি যুক্তি, "ঘড়ির কারিগরের পিতা থাকলে মহাবিশ্বের কারিগর ঈশ্বরের পিতা থাকবে না কেন?" প্রথমতঃ ঘড়ির কারিগরের পিতা থাকলে মহাবিশ্বের কারিগরেরও যে পিতা থাকতেই হবে এ কথা কে বলেছে? এটা এক ধরনের হেত্বাভাস (Logical fallacy)। ব্যতিক্রম কেস কি থাকতে পারে না? দ্বিতীয়তঃ রিচার্ড ডকিন্স যে ইভ্যলুশন তত্ত্বকে বিশ্বাস করেন সেই তত্ত্ব দিয়েই তো তাঁর এই যুক্তিকে সহজেই ধরাশায়ী করা যায়। ইভ্যলুশন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম জীব কোন পিতা-মাতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে। রিচার্ড ডকিন্স এই সত্য সহজেই মেনে নিতে পারলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে একই সত্য মেনে নিতে পারছেন না কেন?

- তাঁর আরেকটি যুক্তি, "পৃথিবীতে বিভিন্ন জিনিসের যেহেতু আলাদা-আলাদা কারিগর আছে, সেহেতু ন্যাচারাল বস্তুগুলোরও (যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি) আলাদা-আলাদা কারিগর থাকতে হবে।" রিচার্ড ডকিন্স যে এভাবে মানুষ হাসাতে পারেন, তা জানা ছিল না! তাঁর যুক্তি শিশু বাচ্চাদের মতই হাস্যকর! পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষই আছে যারা একই সাথে একাধিক জিনিসের কারিগর; একই সাথে একাধিক খেলায় পারদর্শী; একই সাথে একাধিক ভাষায় পারদর্শী; একই সাথে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী। তাই যদি হয়, তাহলে সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের একজন মহান-কারিগরকে মেনে নিতে সমস্যা কোথায়? অক্কামের রেজর (Occam's Razor) ফর্মুলা দিয়ে রিচার্ড ডকিন্সের এই যুক্তিকে কিন্তু সহজেই খন্ডন করা সম্ভব। তাছাড়া রিচার্ড ডকিন্স কি একাধিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে রাজি আছেন? যদি রাজি না থাকেন, তাহলে কেন এই সিলি যুক্তি, যেটা তিনি নিজেই মেনে নেবেন না!

- রিচার্ড ডকিন্স তাঁর না-বিশ্বাসকে জাস্টিফাই করার জন্য ইভ্যলুশনকে যেহেতু ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম প্রসেস বলেছেন, অনেকেই সেটাকে আবার অন্ধভাবে বিশ্বাস করে! ইভ্যলুশনকে মেনে নিতে হলে নাকি 'ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম' প্রসেসকে বিশ্বাস করতেই হবে! তাছাড়া নাকি প্রগ্রেসিভও হওয়া যাবে না! অর্থাৎ প্রগ্রেসিভ হতে হলে নাকি অন্ধ হতেই হবে! লেএএএ হালুয়া! কিন্তু এই গরীবের মাথায় যেটা কোনভাবেই আসে না সেটা হচ্ছে, ইভ্যলুশনের সাথে ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম প্রসেসের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম না হলে ইভ্যলুশন তত্ত্ব কি মিথ্যে হয়ে যাবে? তার মানে, ইভ্যলুশন তত্ত্বও কি ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে? ন্যাচার মালুম! যদি প্রশ্ন করা হয়, "ড. ডকিন্স, ইভ্যলুশন একটি র‍্যান্ডম

নাকি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস সেটা আপনি কীভাবে জানলেন?" সেক্ষেত্রে তিনি কী উত্তর দেবেন? কই জবাব নেহি! অর্থাৎ ধার্মিকদের মতো ড. ডকিন্সেরও এটি একটি পজেটিভ বিশ্বাস!

- সবচেয়ে হাস্যকর যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে, তিনি চোখ বন্ধ করে নিজে মাঙ্কি সেজে বিলিয়ন-বিলিয়ন বছরের কোন এক সম্ভাবনাকে কীবোর্ডের এক ঠেলায় মাত্র কয়েক বছরে নিয়ে আসতে চান! অর্থাৎ ধরা যাক, উনি মাঙ্কি সেজে সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটক হুবহু লিখতে চান এবং তাতে ১০০ ট্রিলিয়ন বছর লাগবে। প্রকৃতপক্ষে আদৌ সম্ভব না। যাহোক, উনি একটি কম্পুটার প্রোগ্র্যাম লিখেছেন যেটার কাজ হচ্ছে হ্যামলেট নাটক অনুযায়ী অর্থবহ একটি বর্ণ বা শব্দ টাইপ হওয়ার সাথে-সাথে সেটা আলাদা করে স্টোর করে রাখা। মজার বিষয় হচ্ছে, একবারও কিন্তু ভুল হওয়া চলবে না। মাত্র একবার ভুল হলেই পুরো প্রসেস আবার নতুন করে শুরু করতে হবে! রিচার্ড ডকিন্স যে প্রশ্নটা নিজেকে করছেন না সেটা হচ্ছে, ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম ন্যাচার এরকম প্রোগ্র্যাম কোথা থেকে পায়, কীভাবে যথাযথভাবে সিলেক্ট করে ও কোথায়ই বা তা স্টোর করে রাখে? উনি মাঙ্কি সেজে কীবোর্ডে দুই ঠেলা দিয়ে পুরো মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করতে চান! উনি আসলে বৃত্তাকার যুক্তির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছেন। ঈশ্বরকে আগেই 'নাই' ধরে নিয়ে মাঙ্কি সেজে কম্পুটারের কীবোর্ড ঠেলে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন!
- যখনই একজন ইফ, ইয়েস, নো, বাট, দেন ইত্যাদি শর্ত দিয়ে প্রোগ্র্যাম লিখবেন, তখন সেটা একটি ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস হয়ে যাবে। অর্থাৎ প্রোগ্র্যামারের ঈশারা-ইঙ্গিত অনুযায়ীই প্রোগ্র্যাম রান করবে। রিচার্ড ডকিন্স একদিকে ন্যাচারকে র‍্যান্ডম প্রসেস বলছেন, আরেকদিকে আবার ডিটারমিনিস্টিক প্রোগ্র্যাম দ্বারা সেই র‍্যান্ডম প্রসেসকে জাস্টিফাই করছেন! হয় তিনি নিজেই নিজেকে বোকা বানাচ্ছেন অথবা মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টায় আছেন!
- ঘুমকে ভার্চুয়ালি মৃত অবস্থা ধরা হয়। এই যে একটি নিদ্রিষ্ট সময় ঘুমের পর মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনঃ পুনঃ চেতন পায়, সেটা কি কোনই সংকেত বহন করে না? ঘুমকেও কোনভাবে ডিটারমিনিস্টিক প্রসেস বলা যেতে পারে কি? স্বপ্নকেও রহস্যময় কিছু একটা সংকেত বলেই মনে হয়। ভার্চুয়ালি মৃত অবস্থায় দূর-দূরান্তের সিনারিও কীভাবে দেখা সম্ভব? কীভাবে চোখের পলকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া সম্ভব? কথা-বাত্রা এবং বিভিন্ন ঘটনাই বা কীভাবে স্মরণ রাখা সম্ভব?
- একটি শিশু মা'র পেটে (মা'র পেটকে ধরা যাক প্রথম মহাবিশ্ব, এর আগেও কোন মহাবিশ্ব আছে কি না কে জানে!) থাকা অবস্থায় কখনো কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে যে, মাত্র কয়েক স্কয়ার সেন্টিমিটার জায়গার বাহিরে বিশাল এক উয়ান্ডারফুল দ্বিতীয় মহাবিশ্ব অপেক্ষা করছে? যারা ইতোমধ্যে মা'র অন্ধকার পেট থেকে বেরিয়ে আলোকিত দ্বিতীয় মহাবিশ্বে পদার্পন করেছে তাদের কাছে এখন প্রথম মহাবিশ্ব একটি নলেজ বা তথ্য। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করে কেহ যদি আরো অনেক বেশী উয়ান্ডারফুল তৃতীয় একটি মহাবিশ্ব প্রেডিক্ট করে, সেই প্রেডিক্‌শন অবশেষে ভুল বা সঠিক যে কোনটি হতে পারে কিন্তু অযৌক্তিক বা ব্লাইন্ড হবে কেন? কারণ এই প্রেডিক্‌শন তো একটি তথ্যের উপর ভিত্তি করে, তাই না?
- বাস্তব জগতের কিছু কিছু বিষয় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না - যেমন জাস্‌টিস্। তবে যারা জাস্‌টিস্ এড়িয়ে যেতে চায় তাদের কথা আলাদা। ধরা যাক, একজন খুনী ১০০০ জন মানুষকে হত্যা করলো। এই হত্যার জাস্‌টিস্ কীভাবে করা সম্ভব? বাস্তব জগতে সেই খুনীকে বড়জোর একবার মাত্র হত্যা করা সম্ভব। তাহলেই কি জাস্‌টিস্ হয়ে যাবে? তাছাড়া মৃত মানুষদের জীবিত করাও তো অসম্ভব! প্রচলিত নিয়মে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে এক ধরণের ক্ষতিপূরণ, জাস্‌টিস্ নয়। আর খুনীকে যদি চিহ্নিত করা না যায় সেক্ষেত্রেই বা কী হবে? এরকম আরো অনেক বিষয় আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া বিষয়টা নিউটনের তৃতীয় সূত্রকে কোনভাবে লঙ্ঘন করে কি না?
- বড় বড় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের বেশীরভাগই কোন না কোনভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।
- আল্‌বার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত একটি উক্তি : God does not play dice!
- স্যার আইজ্যাক নিউটনের বিখ্যাত উক্তি : The most beautiful system of the sun, planets, and comets, could only proceed from the counsel and dominion on an intelligent and powerful Being.
- স্যার ফ্র্যান্‌সিস ব্যাকন (Francis Bacon) বলেন : It is true, that a little philosophy inclineth man's mind to atheism, but depth in philosophy bringeth men's minds about to religion; for while the mind of man looketh upon second causes scattered, it may sometimes rest in them, and go no further; but when it beholdeth the chain of them confederate, and linked together, it must needs fly to Providence and Deity.
- অ্যাক্‌সিডেন্টালি লাইফ ফর্ম করার ব্যাপারে রজার পেন্‌রোজ (Roger Penrose) নামের এক বৃটিশ ম্যাথেমেটিশিয়ান বলেন: This now tells how precise the Creator's aim must have been, namely to an accuracy of one part in $10^{10^{123}}$. This is an extraordinary figure. One could not possibly even write the number down in full in the ordinary denary notation: it would be 1 followed by 10^{123} successive 0's. Even if we were to write a 0 on each separate proton and on each separate neutron in the entire universe- and we could throw in all the other particles for good measure- we should fall far short of writing down the figure needed.

- বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা কার্ল স্যাগান বলেন : An [dogmatic] atheist is someone who is certain that God does not exist, someone who has compelling evidence against the existence of God. I know of no such compelling evidence. Because God can be relegated to remote times and places and to ultimate causes, we would have to know a great deal more about the universe than we do now to be sure that no such God exists.
- বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলও সম্ভবতঃ বিশ্বাসী ছিলেন।
- সক্রেটিস বলেছেন, 'Know thyself.' বাংলার এক বাউলও সক্রেটিসের সাথে সুর মিলিয়েছেন, 'আপনারে চিনতে পারলে যাবে অচেনারে চেনা।' গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, 'Doubt everything - find your own light.' এই কথাগুলোর দ্বারা তাঁরা সুপ্রিম কোন সত্তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন নিশ্চয়? তাঁরা যদি সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করতেন যে সুপ্রিম সত্তা বলে কিছু নাই সেক্ষেত্রে হয়ত এমন কথা-বাত্রা বলতেন না।
- যুগে-যুগে কিছু ভাববাদী মহা-মানব ঈশ্বরের ছোঁয়া উপলব্ধি করার দাবী করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবায় মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয় অনেক কম। এক্ষেত্রে কিন্তু একজন সত্যবাদী হওয়াই যথেষ্ঠ!
- জন্মের পূর্বে কোথাও ছিলাম কি না, মৃত্যুর পরই বা কোথায় যাবো - বিষয় দুটি এখনো রহস্যপূর্ণই রয়ে গেছে! জীবিত ও মৃত মানুষের মধ্যে যে 'কিছু' একটা পার্থক্য আছে (ধরা যাক, X) সেটা সবায় এক-বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য। গণিতের সমীকরণের সাহায্যে পার্থক্যটা এভাবে লিখা যেতে পারে :

জীবিত মানুষ = মৃত মানুষ (জড় বস্তু) + X .... (১)

[where X is an unknown but non-Materialistic parameter]

যারা বিশ্বাস করে মৃত্যুর পর জড় বস্তু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তাদের ক্ষেত্রে X-এর মান হবে শূন্য (0)! এবার X-এর মান সমীকরণ (১)-এ বসিয়ে দিয়ে লিখা যায় :

জীবিত মানুষ = মৃত মানুষ! .... (২)

এই বিশ্বাস অনুযায়ী সমীকরণ (২) কিন্তু হোল্‌ড্ করে না! মৃত্যুর সাথে-সাথে X-এর মান শূন্য হয়ে যাওয়া কি সম্ভব? শক্তির নিত্যতা সূত্র অনুসারে কোন কিছুরই ধ্বংস বা বিনাশ নাই, শুধু এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ফলে জড় বস্তু না হয় জৈব সারে রূপান্তরিত হলো, কিন্তু X-এর কী হবে? X তো কোন বস্তু না যে সেটাও জৈব সারে রূপান্তরিত হবে। X তাহলে কোথায় যাবে? কোন না কোন অবস্থায় থেকে যেতেও তো পারে!

- আত্মপ্রতারণা : ঈশ্বরকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কেহ কেহ অত্যন্ত যৌক্তিক একটি প্রশ্নকে কৌশলে হাওয়া করে দিতে চায়। ধরা যাক, একজন বিজ্ঞানী অজানা এক জায়গাতে যেয়ে একটি মেশিন দেখতে পেলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীর মনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদয় হবে : (১) মেশিনটির আবিষ্কর্তা কে? (২) মেশিনটি কীভাবে কাজ করে? নাস্তিকরা বিজ্ঞানের দোহায় দিয়ে ১-নাম্বার প্রশ্নকে (যেটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ) বেমালুম 'নাই' করে দিতে চায় (Tendency to escape legitimate questions)। বিজ্ঞানের বাহিরে কোন প্রশ্নে না যাওয়া মানে কিন্তু বিজ্ঞানকেই পরোক্ষভাবে গড হিসেবে মেনে নেওয়া!
- ধরা যাক, একজন বিজ্ঞানী একটি ইন্টেলিজেন্ট রোবট ও একটি মেশিন তৈরী করলেন। এবার রোবট'টা যদি বিজ্ঞানী থেকে সরাসরি কোন সাহায্য না নিয়েও মেশিনের কার্যপ্রণালী মোটামুটিভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় তাহলেই কি বিজ্ঞানীর অস্তিত্ব 'নাই' হয়ে যাবে? তাহলেই কি রোবট ও মেশিনের উপর বিজ্ঞানীর হস্তক্ষেপ হাওয়া হয়ে যাবে? তা কিন্তু মোটেও না! কোন একটি মেশিনের কার্যপ্রণালী বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারা মানেই সেই মেশিনের মেকার বা তার হস্তক্ষেপ উধাও হয়ে যাওয়া নয়! এই সহজ-সরল যুক্তিও অনেকে মেনে নিতে চায় না।
- তারা আরও বলেন, "ফিজিক্যাল ল্য দিয়ে যেখানে সবকিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব সেখানে ঈশ্বর একটি অতিরিক্ত শব্দ।" এখানেও বিজ্ঞানের ওজর দিয়ে প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা। প্রথমতঃ ফাইনাইট টুল দিয়ে ইনফাইনাইটকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। দ্বিতীয়তঃ ফিজিক্যাল ল্য-ই বা কীভাবে ইভ্যল্‌ভ্ (?) করলো সে প্রশ্নে যেতেও তারা ইচ্ছুক নহে। তাছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের কোন সূত্রকে লঙ্ঘন না করে এই মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করতে পারলেই কি ঈশ্বর 'নাই' হয়ে যাবে? মানুষ যেটা বুঝতে চায় না সেটা হচ্ছে, এটা বরং ঈশ্বর থাকারই সুস্পষ্ট আলামত। ঈশ্বর থেকে থাকলে তিনিই তো ফিজিক্যাল ও ন্যাচারাল ল্য থেকে শুরু করে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ফলে ঈশ্বরের সৃষ্ট ল্য দিয়ে তারই সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করতে পারার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু তো দেখিনা। ব্যাপারটা উল্টো হলেই বরং চিন্তার বিষয় ছিল, তাই নয় কি?
- কেহ কেহ আবার নিজেদের সান্ত্বনা দিয়ে আবেগের সুরে বলে থাকেন, "বিজ্ঞান ধীরে ধীরে একদিন সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবেই।" যদিও অসম্ভব তথাপি যুক্তির খ্যাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে কথাটি সত্য। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যারা এ কথা বলেন তারা তো আর সে সময় বেঁচে থাকবেন না! ন্যাচার বড়ই বেরসিক, তাই না! ফলে তারা কীভাবে জানবেন যে বিজ্ঞান সত্যি-সত্যি সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করেছে? বিজ্ঞান যদি ব্যর্থ হয় তাহলে কী হবে? এমনও তো

হতে পারে যে, বিজ্ঞানই একসময় ঈশ্বরকে আবিষ্কার করে ফেলেছে! তাহলে? সুতরাং নাস্তিকরা কিন্তু ইর‍্যাশনাল বিশ্বাস নিয়েই পৃথিবীর বুক থেকে 'চিরতরে' বিদায় নিচ্ছেন!

- নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা দেওয়ার আগে কাউকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাড়ি-নক্ষত্র সহ ধ্রুব সত্য জানতে হবে। সামান্য কিছু বাকি থাকাও চলবে না! একজন বড় বিজ্ঞানীও তার জীবদ্দশায় যা জানতে সক্ষম তা এই মহাবিশ্বের অজানা তথ্যের প্রায় শূন্যভাগের কাছাকাছি! এই অবস্থায় নিজেকে নাস্তিক ঘোষণা দেওয়ার চেয়ে বড় ইর‍্যাশনালিটি আর কী হতে পারে? (Atheism is the Maximum irrationality possible. Logically, a person can never be a true atheist!)
- বিলিয়ন-বিলিয়ন গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি নিয়ে অনেকে ঈশ্বরের দক্ষতাকেও সমালোচনা করে থাকেন। সমস্যা হচ্ছে নিজেদের বিশ্বাস নিয়ে কেহ সহজে সংশয় প্রকাশ করে না। এই সমালোচনা কিন্তু তাদের দিকেই বুমেরাং হওয়ার কথা। ঈশ্বর হয়ত চায় নাই, তাই অন্যান্য গ্রহে প্রাণের সৃষ্টি হয় নাই! কিন্তু বিষয়টি ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম হলে অন্যান্য গ্রহেও র‍্যান্ডমলি প্রাণ ও উদ্ভিদজগৎ সৃষ্টি হওয়ার কথা, তাই নয় কি? তাছাড়া এই মহাবিশ্বের মতো আরো কতগুলো মহাবিশ্ব যে আছে কে জানে? ফলে অন্যান্য মহাবিশ্বেও তো প্রাণ থাকতে পারে। আমরা যে মহাবিশ্ব নিয়ে ভাবছি সেটি হয়ত ঈশ্বরের কাছে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর মতো!
- নিউটন ও আইনস্টাইন যথাক্রমে গতিসূত্র ও আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব আবিষ্কার করলেও মানবতার উপর সেগুলোর অবদান তাঁদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারেন নি। মানুষ তাঁদের আবিষ্কারের সুফল ভোগ করলেও তাঁরা নিজেরাই কোন সুফল ভোগ করে যেতে পারেন নি! মৃত্যুর পর কিছুই অবশিষ্ট না থাকলে নিউটন ও আইনস্টাইনের কাছে গতিসূত্র ও আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের আর কোনই মূল্য নাই! তাঁদের আবিষ্কার মানবতার কোন উপকার বা অপকারে আসছে কি না সেটাও তাঁরা আর কোনকালেই জানতে পারবেন না! এমনও তো হতে পারতো যে, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব আবিষ্কারের পরের দিনই পৃথিবীটা কোন কারণে ধ্বংস হয়ে গেল! সেক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের কী মূল্য থাকতো? এ এক চরম তিক্ত ও ইর‍্যাশনাল সত্য! কিন্তু এমন যদি হয় যে, তাঁরা অন্য কোন ডাইমেনশন থেকে সবকিছু জানতে পারছেন বা কোন একদিন জানবেন তাহলেই কেবল তাঁদের অবদান স্বার্থক বলে মনে হয়।
- আগামীকালই যদি কোন এক দৈব দূর্বিপাকে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যায় সেক্ষেত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞান, উয়ান্ডারফুল-আবিষ্কার, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির কী মূল্য থাকবে? তারপরও কি ই-মেইল, ইন্টারনেট, টেলিফোন ইত্যাদি নিয়ে বসা সম্ভব! আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব'দের সাথে কি দেখা করা সম্ভব! তাহলে কিসের আশায়-নেশায় মানুষ ছুটছে? সবই কি তাহলে টেম্পোরাল! মানুষের দর্শন কি এতটাই ন্যারো! মানুষের একটি সুদূর-প্রসারী ও নোবল ভিশন থাকাটা অযৌক্তিক হবে কেন? সুতরাং এমন যদি হয় যে, পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে গেলেও এমন একজন আছেন যিনি আবারো রি-স্টোর করতে সক্ষম হবেন, তাহলেই কেবল সবকিছু যথাযথভাবে অর্থবহ মনে হয়। এসব ব্যাপারে অনেকেই হয়ত আগ-পিছ না ভেবে বাতিকগ্রস্তভাবে কিছু একটা বলে বসবেন, তাতেও কিন্তু আমার কথার কোনই পরিবর্তন হচ্ছে না।
- অপ্রমাণিত কোন কিছুকে 'আছে' ধরে নিয়ে তার সন্ধান করাটা অবশ্যই যুক্তিসম্মত, কিন্তু আগেই 'নাই' ধরে নিয়ে আবার 'নাই' প্রমাণ করতে যাওয়াটা শুধু অযৌক্তিক-ই নয় সেই সাথে বেরসিকতাও বটে! মজার বিষয় হচ্ছে, নাস্তিকরা ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেও যুক্তিতর্ক দিয়ে আবার তার অনস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে! অর্থাৎ হয় ঈশ্বর তাদের পিছু ছাড়ছে না অথবা তারাই ঈশ্বরের পিছু ছাড়তে পারছে না! যাকে বলে, না ঘর্‌কা না ঘট্‌কা! এ-কি এক ধরনের মেন্টাল বন্ডেজ নয়? মানুষ কিন্তু ঘোড়ার আন্ডাতে অবিশ্বাস করে আবার তার অনস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে না! প্রকৃতপক্ষে মানুষ যেমন কখনোই ঘোড়ার আন্ডার অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করে না, তেমনি আবার কোনদিনই কেহ ঘোড়ার আন্ডার অনস্তিত্বও প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি! *এখানেই ঈশ্বর ও ঘোড়ার আন্ডার মধ্যে তফাৎ!* অনেকেই বিষয়টা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি।
- কথায় বলে, যারা অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে তারা বুদ্ধিমান। কেহ যদি বিগ-ব্যাং, ইভ্যলুশন বা স্ট্রিং তত্ত্বকে গড হিসেবে বিশ্বাস করে মানসিক শান্তি পায় সেক্ষেত্রে কার কী বলার আছে? অথবা কেহ যদি ইনফাইনাইট টাইম-স্প্যানে নিজের অস্তিত্বকে একটি ক্ষুদ্র বিন্দু (Mere dot) ভেবেও শান্তি পায় সেক্ষেত্রেই বা কার কী বলার থাকতে পারে? তার অর্থ এই নয় যে অন্য কাউকেও এত অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে!
- বেঁচে থাকা অবস্থায় একজন মানুষ মৃত্যুর পর মাত্র দুটি অপ্‌শন্‌ উপলব্ধি করতে সক্ষম : (১) GOD (২) DIRT! যে কোন সুস্থ ও র‍্যাশনাল মানুষ ১-নাম্বার অপ্‌শন্‌কেই বেছে নেওয়ার কথা। এখানে ভয়-ভীতি বা লোভ-লালসার কারণ খুঁজতে যাওয়াটা কিন্তু মূর্খতারই নামান্তর। তার কারণ হচ্ছে, এটাই একমাত্র যুক্তিসম্মত অপ্‌শন্‌। এক্ষেত্রে বরং ২-নাম্বার অপ্‌শন্‌কে বেছে নেওয়াটাই কিন্তু চরম নির্বুদ্ধিতার মধ্যে পড়ে (Because it is a by default option for ALL)!
- প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব যদি একজন মানুষের জীবদ্দশায় প্রমাণ করা সম্ভব না হয় এবং তার উপর না-বিশ্বাসও যদি মন থেকে মুছে ফেলা না যায়, সেক্ষেত্রে অক্কামের রেজর ফর্মুলার আইডিয়া অনুযায়ী তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করাটাই বেশী যৌক্তিক। (It also makes a person free from mental bondage.)

এরকম আরো অনেক পয়েন্ট তুলে ধরা সম্ভব। এই মহাবিশ্ব সহ সবকিছুকে ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম অ্যাক্‌সিডেন্টের ফলাফল বলে বিশ্বাস করাটাই আমার কাছে স্রেফ অন্ধ-বিশ্বাস বলে মনে হয়, তুই কী বলিস? উপরোল্লেখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটাকেই অনেক বেশী লজিক্যাল ও র‍্যাশনাল মনে হয়। এই বিশ্বাস অবশেষে ভুল প্রমাণিতও হতে পারে, যদিও প্রমাণ করা অসম্ভব; কিন্তু এরকম একটি বিশ্বাসকে কি কোন র‍্যাশনাল মানুষ অন্ধ-বিশ্বাস বলতে পারে? এরকম একটি বিশ্বাসকে কি ঘোড়ার আন্ডার সাথে তুলনা করা যায়? বরঞ্চ যারা এমন উদ্ভট কথা-বাত্রা বলে তারাই কি প্রকৃতপক্ষে অন্ধ না? তোর কী মনে হয়? ঘোড়ার আন্ডা, ভূত-প্রেত, ইউনিকর্ন ইত্যাদি নিয়ে তো জ্ঞানী-গুণী মানুষেরা কখনো মাথা ঘামায় না, তাই না? নাস্তিকরাও কখনো এগুলোর অনস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উঠে-পড়ে লাগেনি! তাছাড়া এগুলোর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের সাথে মানুষের কী আসে যায়? যাহোক, প্রায় ১০০% মানুষই নাস্তিক হয় মূলতঃ প্রচলিত বিশ্বাস, ধর্ম (এমনকি ভালভাবে না বুঝেই?) ও কিছু আস্তিকদের অসৎ কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করে, যেটা একটা ইর‍্যাশনাল ও চরম ভুল সিদ্ধান্ত। তাছাড়াও আবেগ, অহং, বাতিক, অন্যের প্রভাব, সাময়িক-ফিল-গুড ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সহ আরো কিছু ফ্যাক্টরও আছে। নাস্তিকতা বলতে যদি প্রচলিত ও ধর্মীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ বুঝায় তাহলে বর্তমান নাস্তিকরা সবায় সুডো নাস্তিক।

বার্ডেন-অব-প্রুফ

- বিশ্বাস নামক ঝুট-কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অনেকেই একটি কৌশলের আশ্রয় নেওয়া শুরু করেছেন। তাদের ভাষায় সেটা হচ্ছে, "ওয়েল, আমরা বলি না যে আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, বা না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি; আস্তিকরা যা বলে তার সামনে আমরা শুধু একটা 'না' সূচক উপসর্গ বসিয়ে দিই।" বিশ্বাস নামক ঝুট-কে এড়িয়ে যাওয়ার একটি মোক্ষম কৌশল, তুই কী বলিস? যেন ক্রিয়েটর নিয়ে নাস্তিকদের নিজস্ব কোন চিন্তা-ভাবনাই নেই! তাদের চিন্তা-ভাবনা সম্পূর্ণ আস্তিকদের উপর নির্ভরশীল। তারা শুধু একটি 'না' হাতে করে নিয়ে রেডি আছে। আস্তিকরা কিছু বলার সাথে-সাথে তারা সেই 'না'-কে তাদের (আস্তিকদের) কথার সম্মুখভাগে ছুঁড়ে মারবে। অর্থাৎ আস্তিকরা যদি বলে 'ক', নাস্তিকরা সাথে-সাথে বলবে 'না-ক'! আমার এক নাস্তিক বন্ধুকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা এই পৃথিবীতে যদি কোনই আস্তিক না থাকতো সেক্ষেত্রে তুই ক্রিয়েটরে বিশ্বাস করতিস কি না? বন্ধু 'হ্যাঁ' বা 'না' কোন জবাব দিতে পারেনি!
- আস্তিকতা সম্ভবতঃ একটি ন্যাচারাল ফিনমিন্যান (অনুমান)। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে নাকি একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল যারা কখনোই প্রচলিত ধর্মের ছোঁয়া পায়নি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, তারাও নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাছাড়াও একটি শিশুকে ধর্মের কোন ছোঁয়া ছাড়াই বড় করার পর যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই মহাবিশ্বের কোন ক্রিয়েটর থাকতে পারে কি না। আমার ধারণা সে 'হ্যাঁ' সূচক জবাবই দেবে। এই ন্যাচারাল ফিনমিন্যান ঈশ্বর সম্বন্ধে নাস্তিক সমাজবিজ্ঞানীদের ভ্রান্ত ধারণাকে ভেঙ্গেও দিতে পারে।
- 'ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না বা আস্তিকদের যুক্তি অপর্যাপ্ত' - বলে কেহ কিন্তু চুপ-চাপ থাকতে পারে না! বরঞ্চ বিভিন্নভাবে তার না-বিশ্বাসকে জাস্টিফাই করারই চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অনস্তিত্বের স্বপক্ষে কেহ যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করার সাথে-সাথে তার কাছে সেটা একটা পজেটিভ বিশ্বাস হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু বার্ডেন-অব-প্রুফ তার ঘাড়েও বর্তাবে।
- প্রত্যেকেই একটি নিদ্রিষ্ট বয়স পর্যন্ত আস্তিক থাকার পর নাস্তিক হয়। ফলে বার্ডেন-অব-প্রুফ স্বাভাবিকভাবেই নাস্তিকদের ঘাড়ে বর্তাবে, যেহেতু তারাই বিশ্বাস পরিবর্তন করছেন (Change of state)। ধরা যাক, একটি কোম্পানিতে ৫০০ জন লোক একসাথে যোগ দিলেন। দশ বছর চাকরি করার পর ৫ জন অব্যাহতি দিলেন। যে ৫ জন অব্যাহতি দিলেন তাদেরকেই কিন্তু অব্যাহতির কারণ দর্শাতে হবে। এখন এই ৫ জন লোক যদি উল্‌টোদিকে বাকি ৪৯৫ জনকে 'কেন তারা চাকরি করছেন' তার প্রমাণ দেখাতে বলে তাহলে নিশ্চয় হাস্যকর শুনাবে! ৫ জন লোক কী কারণে বিশ্বাস পরিবর্তন করলেন, সেটা তাদেরকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। তারা যদি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে তাদের সামনে কিছু পথ খোলা আছে : (ক) আস্তিকদের বিজয়ী হিসেবে স্বীকার করতে হবে; অথবা, (খ) আস্তিকতাকে ন্যাচারাল ফিনমিন্যান হিসেবে মেনে নিতে হবে; অথবা, (গ) ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিতে হবে; অথবা, (ঘ) না-ঈশ্বরে বিশ্বাসকে মেনে নিতে হবে। অন্যদিকে আস্তিকরা যেহেতু ন্যাচারালি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে আসছে সেহেতু তাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার দরকার নেই। সুতরাং আস্তিকরা ঈশ্বরে বিশ্বাস অব্যাহত রেখে নাস্তিকদের কোর্টে বল ছুঁড়ে দিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমোতে পারে, যে সুযোগ কিন্তু নাস্তিকদের নেই! অর্থাৎ নাস্তিকদেরকেই সবসময় চাপের মুখে থাকতে হবে।
- কেহ কেহ হয়ত বলতে পারেন, নাস্তিকরা তাদের বাবা-মা'র চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাসকে বড় হয়ে প্রত্যাখ্যান করে। ওয়েল, সেক্ষেত্রে কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে। সত্যিই কি তাদের বাবা-মা তাদের উপর ঈশ্বরে বিশ্বাস চাপিয়ে দিয়েছেন? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, সেক্ষেত্রে তারা তাদের বাবা-মা'র চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাসকেই শুধু প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার মানে প্রচলিত ও চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাস থেকেই কেবল তারা মুক্ত হয়েছেন। এমনও তো হতে পারে যে তাদের বাবা-মা'র বিশ্বাসই আসলে ইর‍্যাশনাল ছিল, যে কারণে বড় হয়ে চোখ-কান খুলে যাওয়ার পর তারা সেটা মেনে নিতে পারেন নি? তারপর তারা বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভেবেছেন কি? উত্তর যদি 'না' হয় তাহলে কী হবে? একদম ধরাশায়ী!

- ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয় সেটা মনে হয় এ-টু-জেড সবায় জানে। এটা একটা ফিলস্যফিক্যাল ইসু। নাস্তিকরা যদি এরকম কোন প্রমাণের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তাহলে তারা সত্যি-সত্যি বোকার স্বর্গে বাস করছেন! তারা কার জন্য অপেক্ষা করছেন? কে-ই বা তাদের পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করে দেখাবে? রোবট কীভাবে মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে? আদৌ কি সম্ভব? তার মানে কি মানুষ বলে কিছু নাই (Human does not exist)!
- বেশীরভাগ নাস্তিকই দুর্বল চিত্তের কিছু আস্তিকদের সাথে বিতর্কে কৌশলে প্রচলিত বিশ্বাস ও ধর্মকে টেনে এনে তাদের সহজেই ধরাশায়ী করার চেষ্টা করেন! কিছু আস্তিকদেরকে বিতর্কে হারিয়ে দিলেই কি ক্রিয়েটরের অনস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায়? এমনও তো হতে পারে যে, সেই আস্তিকরাই আসলে যুক্তিতে দুর্বল! প্রচলিত বিশ্বাস ও আস্তিকদের যুক্তি ছাড়াই নাস্তিকরা কি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়েটরের অনস্তিত্বের স্বপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করাতে পারবে? নাস্তিকদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, ঈশ্বর প্রসঙ্গ উঠলেই তারা ইতিহাস থেকে বিভিন্ন গডের নাম টেনে নিয়ে এসে পানি ঘোলা করার চেষ্টা করেন।
- কেহ কেহ আবার হুট্ করে সমতল ও ভূ-কেন্দ্রিক পৃথিবীর উদাহরণ নিয়ে এসে বলেন, "পৃথিবীর তাবৎ মানুষ একটা সময় পর্যন্ত সমতল পৃথিবী ও ভূ-কেন্দ্রিকতাকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু পরবর্তীতে কিছু বিজ্ঞানী এসে তাদের সেই বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করেছেন!" এরকম একটি তুলনাকে 'কার' সাথে 'কার' তুলনা বলা যাবে ঠিক বুঝতে পারছি না। যাহোক, তার মানে তারা ঈশ্বরকেও বিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। তাই যদি হয়, তাহলে তাদের ঘাড়েই কিন্তু ঈশ্বরের অনস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। দেখা যাক, তারা কতদূর এগোতে সক্ষম হয়!
- নাস্তিকদের একটি যুক্তি (The Argument from Evil): (1) Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is not omnipotent. (2) Is he able, but not willing? Then he is malevolent. (3) Is he both able and willing? Then whence cometh evil? (4) Is he neither able nor willing? Then why call him God? (Epicurus)

  প্রশ্ন হচ্ছে, তারা ঈশ্বরের বিশেষণগুলো (Attributes) ও ইভিল কোথা থেকে পেলেন সেটা তাদেরকে আগে প্রমাণ করতে হবে। অন্যথায় এভাবে ধরে নিয়ে কিছু প্রমাণ করাকে দর্শন শাস্ত্রে বৃত্তাকার যুক্তি বলে। এমনও তো হতে পারে, ভাল (Good) ও মন্দ (Evil) উভয়ই ঈশ্বরেরই সৃষ্টি (Why NOT?)। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যুক্তির কোনই মূল্য থাকছে না। অনেকে 'ভাল' ও 'মন্দ' শব্দ দুটিকে আপেক্ষিকও বলে থাকেন। অর্থাৎ ভাল'র অনুপস্থিতিই হচ্ছে মন্দের উপস্থিতি এবং বিপরীতটাও সত্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি চাকু যখন সার্জনের হাতে থাকে তখন সেটা 'ভাল', অথচ একই চাকু যখন খুনির হাতে থাকে তখন সেটা হয়ে যায় 'মন্দ'। ভাল ও মন্দকে যথাক্রমে আলো ও আঁধারের সাথেও তুলনা করা হয়। তাছাড়া 'The Argument from Evil' যুক্তির একটি পাল্টা যুক্তিও আছে। যেমন : (1) God does exist; (2) Gratuitous evils are incompatible with God; (3) Therefore, there are no gratuitous evils.
- ঈশ্বরের স্বপক্ষে এভাবেও খুব সহজ একটি যুক্তি দাঁড় করানো যেতে পারে : (1) X claims that Horse's egg does exist. (2) Nobody cares X's claim! (3) Therefore, Horse's egg probably doesn't exist.

  (1) Y claims that God does exist. (2) Everybody cares Y's claim! (3) Therefore, God probably does exist.
- ঈশ্বরে বিশ্বাস যেহেতু আস্তিকদের তত্ত্ব সেহেতু নাস্তিকরা যদি এই তত্ত্বের উপর আস্থা রাখতে না পারে সেক্ষেত্রে এই বিতর্কের কোনই শেষ নাই। ফলে আস্তিকরাই কিন্তু চূড়ান্ত বিজয়ী হিসেবে থেকে যাবে। কোনরকম প্রমাণ ছাড়াই মানুষ কোন্ দুঃখে একটি ন্যাচারাল তত্ত্বকে পরিত্যাগ করবে? সুস্থ ও র‍্যাশনাল মানুষ জেনে-শুনে কেনই বা এতবড় ঝুঁকি নিতে যাবে? (Let's suppose that life is a game. So, who wants to be looser?) নাস্তিকরা কি কোন সুপিরিয়র তত্ত্ব অফার করতে পেরেছে? ঈশ্বরে বিশ্বাসের একমাত্র বিকল্প তত্ত্ব হচ্ছে না-ঈশ্বরে বিশ্বাস, যেটা নাস্তিকদের তত্ত্ব (খুবই সহজ, তাই না)! এ ছাড়া আসলে অন্য কোন তত্ত্ব দাঁড় করানোও অসম্ভব। এই সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা অনেকে যেন বুঝতেই চায় না। তবে হ্যাঁ, বিকল্প একটি তত্ত্ব আছে, আর সেটা হচ্ছে মানুষকে অমরত্ব অর্জন করতে হবে! নাস্তিকরা কি অমরত্ব অর্জনের ফর্মুলা আবিষ্কার করতে পারবে? বিতর্কের আল্‌টিমেট অবসানকল্পে আস্তিকদের পক্ষ থেকে নাস্তিকদের জন্য এটি একটি ফল্‌সিফিকেশন টেস্ট হতে পারে!
- আস্তিকদের কোন তাড়াহুড়া নেই, যেহেতু তারা নো-লস অবস্থানে আছে! বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বিকল্প কোন তত্ত্ব আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের স্বপক্ষে তাদের নিজস্ব যুক্তিকেই তারা যথেষ্ঠ বলে মনে করে। কেহ তাতে দ্বিমত পোষণ করলে তাকেই বলতে হবে আর কীভাবে প্রমাণ দেখালে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেন এবং কেন। এক্ষেত্রেও কিন্তু বার্ডেন নাস্তিকদের ঘাড়েই থাকছে।

*****

হুমমম ... আমি তো এতদিন ধরে শুনে এসেছি ঈশ্বরে বিশ্বাস নিছকই একটি অন্ধ-বিশ্বাস! তুই আবার এসব কী আবল-তাবল বলছিস? আমি বন্ধুর প্রশ্ন ও যুক্তিগুলোর তেমন কোন পাল্টা যুক্তিসম্মত জবাব দিতে পারিনি। দর্শনশাস্ত্রের কিছু প্রচলিত যুক্তি দিয়েও তাকে বাঁটে আনতে পারলাম না। অর্থাৎ আমার বন্ধু বলতে চাইছে : "তুই যা-ই বলিস না কেন, ঈশ্বরে বিশ্বাস কোনভাবেই অন্ধ-বিশ্বাস হতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে, এই বিশ্বাস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে যেগুলো মানুষ কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারে না। বিশ্বাস মানেই অন্ধ-বিশ্বাস নহে। অনেকেই বিষয়টা নিয়ে সেভাবে কখনো ভাবে না। অথবা ভাবলেও মনের ভেতরে অহং ও বাতিক কাজ করে!"

বন্ধু আরও বলে : "Believing in the Creator is the GREATEST Rational Wager Ever! Because there is Absolutely NOTHING to Loose in this Case!"

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, ওয়েল, জিউস, হিন্দু, খ্রীষ্টান ... মুসলিম'দের তো আবার আলাদা-আলাদা ক্রিয়েটর! তাহলে কোন্ ক্রিয়েটরে মানুষ বিশ্বাস করবে?

বন্ধু আমার এহেন 'ইন্টেলিজেন্ট' প্রশ্নে কিছুটা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বলে : "তুই তো দেখি একজন বোকার হদ্দই রয়ে গেছিস! এই মহাবিশ্বের ক্রিয়েটর থেকে থাকলে কতগুলো ক্রিয়েটর থাকা উচিৎ বলে তুই মনে করিস? রিচার্ড ডকিন্সের মতো তুইও তো দেখছি প্যাগান বিশ্বাস থেকেই এখনো মুক্ত হতে পারিস নি! ইতোমধ্যে পৃথিবীটা কিন্তু অনেকদূর এগিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে তোর এই 'ইন্টেলিজেন্ট' প্রশ্ন আসলে কোন প্রশ্নই না। তোর এই প্রশ্ন শুনে গণ্ডগ্রামের অনেক মুক্ক-সুক্ক মানুষও মিটি-মিটি হাসি দিয়ে হয়ত বলবে, 'ইনি মনে হয় শিম্পাঞ্জী ও মানুষের মাঝামাঝি কোন একটা প্রজাতি হবে!' আমাকে বলেছিস ভাল কথা, অন্য কাউকে যেন মনের ভুলেও এই নন্-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করিস না! জাতিসঙ্ঘের কতগুলো মহাসচিব থাকে রে? একটি দেশের কতগুলো প্রেসিডেন্ট থাকে? কতগুলো প্রধানমন্ত্রী থাকে? একটি ইউনিভার্সিটির কতগুলো ভিসি থাকে? ... ? ... ? একটা কথা স্মরণ রাখবি, সেটা হচ্ছে, বাস্তবতার নীরিখে র‌্যাশনালিটি দিয়েই আমাদের বিচার করতে হবে। তাছাড়া অন্য কোন পথও খোলা নেই কিন্তু। তবে তোর সন্দেহ থাকলে একাধিক ক্রিয়েটরেও বিশ্বাস করতে পারিস! সেক্ষেত্রে আবার কিন্তু ক্রিয়েটরের প্রকৃত সংখ্যা এবং তারা একে-অপর থেকে স্বতন্ত্র কি না - এরকম অনেক জটিল প্রশ্ন চলে আসবে! আর তোকেই বা কোন্ ক্রিয়েটর সৃষ্টি করেছে সেটা কীভাবে জানবি? তাছাড়া গাছ-পালা-জীব-জন্তুর ক্রিয়েটর? পৃথিবীর ক্রিয়েটর? চন্দ্রের ক্রিয়েটর? সূর্যের ক্রিয়েটর? ন্যাচারাল ল্য'র ক্রিয়েটর? পানির ক্রিয়েটর? বাতাসের ক্রিয়েটর? ... ? ... ? নাস্তিকদের তো তাহলে কোন ক্রিয়েটরই থাকবে না, যেহেতু তারা ক্রিয়েটরে বিশ্বাস করে না! একাধিক ক্রিয়েটর থাকলে তো ক্রিয়েটরে-ক্রিয়েটরে তুমুল যুদ্ধ হওয়ার কথা এবং প্রকৃতিতে মাঝে-মধ্যে অকস্মাৎ পরিবর্তনও আসার কথা! যাহোক, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নিদেনপক্ষে কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই যুক্তিবাদী ও অযুক্তিবাদী দুটি গ্রুপ সমান্তরালভাবে চলে আসছে। ফলে 'আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ অজ্ঞ বা অযুক্তিবাদী ছিল' - এই ধরনের বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অক্কামের রেজর ফর্মুলা আবিষ্কারের কয়েক হাজার বছর আগেই যেখানে একটি গ্রুপ একাধিক ক্রিয়েটরের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেখানে অন্য একটি গ্রুপ এই একবিংশ শতাব্দীতেও একাধিক ক্রিয়েটরে বিশ্বাস করে বা তার সম্ভাবনার কথা বলে! একজন ক্রিয়েটর সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের জন্য যথেষ্ঠ হলে একাধিক ক্রিয়েটরের কী দরকার? তাছাড়া একাধিক ক্রিয়েটরের ক্ষেত্রে কিন্তু 'Weak god' ইসুও চলে আসবে! একক ক্রিয়েটরে বিশ্বাস হচ্ছে ক্রিয়েটর সম্বন্ধে যুক্তিবাদের চূড়ান্ত ধাপ (The Ultimate Stage of Rationality and Free-thinking)। তার আর পর নাই! এর পর মানুষ যতই যুক্তি খাটাক না কেন তাতে কিন্তু কোনই লাভ হবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই একবিংশ শতাব্দীতেও অনেক মানুষ হাজার বছর আগের মানুষদের থেকে র‌্যাশনালিটিতে পিছিয়ে আছে! যারা একাধিক গডের সম্ভাবনার কথা বলেন তাদের প্রথমে গডের প্রকৃত সংখ্যা নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল 'গড(স) আছে কি নেই' বিতর্কে নামা উচিৎ, ঠিক কি না? রিচার্ড ডকিন্স (Say) কি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন এই মহাবিশ্বের কতগুলো গড থাকতে পারে, যদি থাকে? যদি না পারেন, সেক্ষেত্রে এরকম সম্ভাবনার প্রশ্ন উঠানোটাই বোকামি! ধরা যাক, এই মহাবিশ্বের এক হাজার গড ধরে নিয়ে রিচার্ড ডকিন্স লজিক দিয়ে বা কম্পুটারের কীবোর্ড ঠেলে সবায়কে 'নাই' প্রমাণ করলেন! তারপর তিনি কীভাবে নিশ্চিত হবেন যে আর কোন গড নাই? একাধিক গডের ক্ষেত্রে নাস্তিকরাই কিন্তু মহা বিপদে পড়ে যাবেন! তার কারণ হচ্ছে, তারা কতগুলো গডকে লজিক দিয়ে 'নাই' করে দেবেন, সেটা তারা নিজেরাই জানেন না! ন্যাচার না করুক, ভুলে-ভালে যদি একটি গড বাকি রয়ে যায় তাহলে কিন্তু তাদের খবর আছে! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'একাধিক গড' একটি অ-খণ্ডণযোগ্য (Irrefutable or un-Falsifiable) এবং সেই সাথে অবৈজ্ঞানিক স্টেটমেন্ট! কেহ যদি প্রশ্ন করে, "ড. ডকিন্স, আপনি এ পর্যন্ত কতগুলো গডকে 'নাই' করে দিয়েছেন?" সেক্ষেত্রে কি তিনি উত্তর দিতে পারবেন? সত্যিই অবাক করা বিষয় যে, রিচার্ড ডকিন্সও বিষয়টা নিয়ে এভাবে কখনো ভাবেন নাই! তিনি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছেন মনে হচ্ছে!"

বন্ধুকে আবারো জিজ্ঞেস করলাম, ওয়েল, তোর যুক্তি অনুযায়ী মানুষ না হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করলো, কিন্তু কোন্ ধর্ম পালন করবে?

উত্তরে বন্ধু বলে : "এবার তুই একটা যৌক্তিক প্রশ্ন করেছিস, তবে তোর মূল প্রশ্ন কিন্তু ধর্ম নিয়ে নয়। ওয়েল, একজন মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করার সাথে-সাথে ধর্ম তার কাছে একদমই গৌণ হয়ে পড়ে। তার কারণ হচ্ছে, ধর্মের মূখ্য উদ্দেশ্যই যে মানুষকে ঈশ্বরমুখী করা। আর ঈশ্বরমুখী করার যুক্তিসম্মত কারণ তো ইতোমধ্যে দেখিয়েই দিলাম। ডক্টরেট সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার পর থিসিসের আর তেমন কী মূল্য থাকে! মনে কর আমেরিকাতে যাওয়ার জন্য একটি এয়ার টিকিট কিনেছিস। আমেরিকাতে

পৌঁছার পর টিকিটের কী মূল্য থাকবে! লট্যারি জেতার পর টিকিটের কি কোন মূল থাকে? একটি গান আছে না, 'চাঁদেরে কে চায় জোছনা সবায় যাচে; গীত শেষে বীণা পড়ে থাকে ধূলি মাঝে!' এখানে চাঁদ-বীণা হচ্ছে ধর্মগ্রন্থের মতো বস্তু (Material), আর জোছনা-গীত হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতো লাইট (Spiritual)। এবার পরিষ্কার তো? তাছাড়াও একজন মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সাথে-সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নম্র, ভদ্র ও সৎ হয়ে যাওয়ার কথা। আর তাই যদি হয়, সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের আর তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ধর্মের বাদবাকি উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জগতের নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে। একটি সমাজে বসবাস করতে গেলে কিছু নিয়ম-কানুন (Code of conduct) তো অবশ্যই মেনে চলতে হয়, তাই না। সুতরাং নিজের ও সামাজিক প্রয়োজনে (ঈশ্বরের প্রয়োজনে নয় কিন্তু) দেখে-শুনে যে কোন ধর্মকে অনুসরণও করা যেতে পারে। আর অনুসরণ না করলেও ঈশ্বর হয়ত তাতে মাইন্ড করবে না!"

এবার তুই বল, ঈশ্বরই যদি সবকিছু সৃষ্টি করে থাকে তাহলে ঈশ্বরকে আবার কে সৃষ্টি করেছে?

বন্ধু বলে : "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তবে গতানুগতিক একটি প্রশ্ন। আমার উদ্দেশ্য কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি নিয়ে নয়। তোর মূল প্রশ্ন অনুযায়ী আমি শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস কি না সেটা দেখানোরই চেষ্টা করছি। ওয়েল, নাস্তিকরাও কিন্তু 'Accident and chance in gaps'-এ বিশ্বাস করে! এখন কেহ যদি প্রশ্ন করে, 'অ্যাক্সিডেন্ট ও চান্স কে সৃষ্টি করেছে?' - এর উত্তর কি তারা দিতে পারবে? নাস্তিকদের যেখানে ধাপে-ধাপে অ্যাক্সিডেন্ট ও চান্স এর উপর আস্থা রাখতে হয়, সেখানে এই বিশ্বব্রহ্মান্ডের নাড়ি-নক্ষত্র ব্যাখ্যার জন্য একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস কি বেশী যৌক্তিক নয়? ইনফাইনাইট সৃষ্টির কিছু কিছু বিষয়ের রিয়্যালিস্টিক ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞান আছে। বিজ্ঞান এখানে সাহায্যকারী একটি টুল হিসেবে কাজ করবে। এবার অক্কামের রেজর ফর্মুলা অনুযায়ী তুই-ই বল কোন্‌টা বেশী যুক্তিসম্মত : 'One Creator in the necessary gaps' অথবা 'So much accident, coincidence and chance in so much gaps'? তাছাড়া ব্যাপারটা এভাবেও চিন্তা করতে পারিস : (ক) স্বয়ংক্রিয়ভাবে একদিন মানুষ সৃষ্টি হয়ে ন্যাচারাল বস্তু দিয়ে তারা কম্পুটার ও রোবটের মতো কিছু ডিটারমিনিস্টিক প্রসেসরও বানিয়েছে; (খ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঈশ্বর সৃষ্টি হয়ে মানুষ সহ বিলিয়ন-বিলিয়ন ডিটারমিনিস্টিক প্রসেসর সৃষ্টি করেছে। 'ক' যদি সত্য হয় তাহলে 'খ' সত্য হবে না কেন? স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টি হয়ে যদি কিছু করতে পারে, তাহলে একই যুক্তি অনুযায়ী ঈশ্বর সৃষ্টি হয়ে মানুষের চেয়ে অ-নে-ক বেশী কিছু করতে পারবে না কেন? নাস্তিকদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ যদি স্বয়ম্ভু হতে পারে তাহলে ঈশ্বরেরই বা স্বয়ম্ভু হতে সমস্যা কোথায়?"

আচ্ছা, ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রশ্ন আসছেই বা কেন? মানুষ কি আবেগ দিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে?

বন্ধুর উত্তর : "আরে হোঁদল, এতক্ষণ ধরে তাহলে কী বক-বক করলাম? ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া বিলিয়ন-বিলিয়ন বছর ধরে বিলিয়ন-বিলিয়ন প্রসেস ডিটারমিনিস্টিক্যালি রান করার সম্ভাবনা এতটাই ক্ষীণ যে, তা চিন্তারও বাহিরে! শুধুই অ্যাক্সিডেন্ট, চান্স ও ফিজিক্যাল ল্য দিয়ে এই অসাধারণ ও বিস্ময়কর ফিনমিন্যানকে ব্যাখ্যা করা যায় না (Scientifically speaking, it hardly makes any sense)। এ জন্যই অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে (Because it is Logical, Rational and MOST Likely the TRUTH)। এই অবস্থায় ঈশ্বরে বিশ্বাস না করার মধ্যেই বরং অজ্ঞতা, আবেগ, অহং ও বাতিক চলে আসে। কেহ কেহ আবেগ দিয়েও ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারে, যারা এভাবে চিন্তা করে না।"

আচ্ছা, সবকিছুতেই যদি ঈশ্বরের 'পরম হাতের ছোঁয়া' থাকে তাহলে বিজ্ঞানীরা আবার কী করবে? তাঁরা কি বসে বসে আঙ্গুলের মাথা চুঁষবে? তাঁদের গবেষণায় বাধার সৃষ্টি হবে না?

বন্ধু কিছুটা রাগান্বিত স্বরে : "এমন আজগুবি কথা কে বলে রে? বিজ্ঞানীদের কাজ করতে সমস্যা হবে কেন? মনে কর, মাইক্রোসফট্‌ কোম্পানি থেকে ইলেক্ট্রনিক্স আইটেম, রোবট ও কম্পুটার বানিয়ে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির ল্যাবে পাঠানো হলো। এবার ছাত্র, শিক্ষক ও ল্যাব টেকনিশিয়ানরা কি এগুলো নিয়ে বসে বসে আঙ্গুল চুঁষবে? তারা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারবে না কেন? যন্ত্রপাতি খুলে তাদের কার্যপ্রণালীই বা জানতে পারবে না কেন? যন্ত্রপাতির উপর মাইক্রোসফট্‌ কোম্পানির 'হাতের ছোঁয়া' আছে বলে কোন কাজ কি আট্‌কে থাকবে? এটা কারো কারো র‍্যাশনালিটির সীমাবদ্ধতা অথবা ঈশ্বরকে এড়ানোর একটি ছুতাও হতে পারে। তবে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, লুই পাস্তুর, আব্দুস সালাম প্রমুখদের কিন্তু কোন সমস্যা হয়নি! কিছু লোক অযাচিতভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার মধ্যে ঈশ্বরকে টেনে এনে জগাখিচুরি মার্কা কথা-বাত্রা বলেন।"

মনে কর, এই পৃথিবীর বুকে একজন আস্তিক ও একজন নাস্তিক বিজ্ঞানী ছাড়া আর কোন মানুষ নেই। তাঁরা উভয়েই নতুন কিছু আবিষ্কার করলেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে?

বন্ধু বলে : "ওয়েল, নাস্তিক বিজ্ঞানীর কাছে ব্যাপারটি একটি অ্যাক্সিডেন্টের 'গুরুরহস্য' উন্মোচন করা হবে এবং তার জন্য তিনি চান্স ও অ্যাক্সিডেন্টকে ধন্যবাদও জানাতে পারেন! দ্যাট্‌স্‌ অল। নাথিং মোর, নাথিং লেস। অপরদিকে আস্তিক বিজ্ঞানী

ঈশ্বরের মহান সৃষ্টির একটি গুরুরহস্য উন্মোচন করতে পেরেছেন বিধায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মানসিক প্রশান্তি অনুভব করবেন এবং ঈশ্বর থেকে তার প্রতিদানও আশা করতে পারেন (Isn't it a wonderful feeling?)। তাঁর কাছে পুরো ব্যাপারটাই ঈশ্বরের সাথে একটি ইন্টারেস্টিং হাইড-অ্যান্ড-সিক গেম্‌স্‌ও হতে পারে! অপরদিকে নাস্তিক বিজ্ঞানীও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টের সাথে হাইড-অ্যান্ড-সিক গেম্‌স্ মনে করতে পারেন!"

আচ্ছা, স্বজ্ঞাত একজন ঈশ্বর থেকে থাকলে সুনামি, ভূমিকম্প, অনাহার, রোগ-আপদ ইত্যাদিতে যে হাজার-হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে তার ব্যাখ্যা কী?

বন্ধুর জবাব : "ওয়েল, প্রথমতঃ এর কোন সদুত্তর আমার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ তুই-আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করার কে? আমরাই বা তাদের রক্ষা করতে পারছি না কেন? তৃতীয়তঃ এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের ডাইমেনশন পরিবর্তন করতে হবে, অর্থাৎ টেম্পোরাল জগৎ থেকে জানা সম্ভব নয়। শুধুই টেম্পোরাল ভিউপয়েন্ট থেকে সবকিছু বিচার না করে ইটারনাল ভিউপয়েন্ট থেকেও তো ভাবতে হবে, তাই না। তবে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে কর, ঢাকার এক বাসাতে তুই মোটামুটি ভালভাবেই বাস করছিস। হঠাৎ করে কোন এক দৈব দূর্বিপাকে বস্তির লোকগুলোকে তুলে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন শহর যেমন টরন্টো, নিউইয়র্ক, সিডনি, লন্ডন, প্যারিস, রোম, টোকিও ইত্যাদিতে রাখলো! তুই এ বিষয়ে কিছুই জানিস না। তুই হয়ত মনে করছিস যে তারা মরে ভূত হয়ে গেছে! তোর হয়ত করুণাও হচ্ছে এই ভেবে যে, একে তো বস্তির লোকজন তারপর আবার তাদের উপরই এমন মহা-দূর্বিপাক নেমে এলো! এবার বিষয়টা ভেবে দ্যাখ!"

সেদিনের মতো বন্ধুকে আমার শেষ প্রশ্ন, আচ্ছা ঈশ্বরে বিশ্বাসকে কি ডগ্‌ম্যাটিক বলা যেতে পারে?

বন্ধুর সোজা-সাপ্টা জবাব : "অসম্ভব! তা হতেই পারে না! এমন বে-আক্কল্ কথা কে বলেছে? একটি বিশ্বাসকে তখনই ডগ্‌ম্যাটিক বলা যাবে যখন সেই বিষয়ের উপর একাধিক যুক্তিসম্মত অপ্‌শন্ থাকা সত্ত্বেও কেহ একটিকে সত্য ও বাকিগুলোকে মিথ্যে বলে বিশ্বাস করবে। যেমন ধর্মে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ডগ্‌ম্যাটিজমের প্রশ্ন আসতে পারে, কারণ এখানে একাধিক যৌক্তিক অপ্‌শন্ রয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। তার কারণ হচ্ছে, ঈশ্বরে বিশ্বাসের বিকল্প কোন র‍্যাশনাল অপ্‌শন্-ই যেহেতু মানুষের হাতে নেই সেহেতু এই বিশ্বাসকে কোনভাবেই ডগ্‌ম্যাটিক বলা যেতে পারে না। (There is NO alternative rational choice at all. A human have NO other rational option save believing in the Creator. Because NONE can escape death – the Ultimate Channel.) নীচের ফ্লো-চার্টটি লক্ষ্য কর।

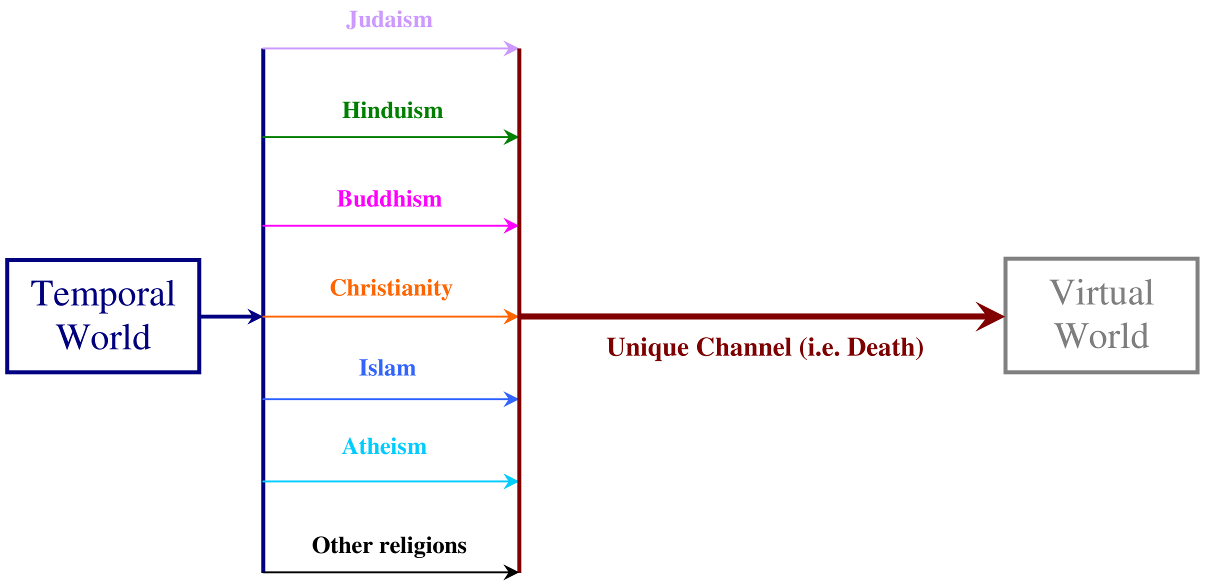

আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সম্ভবতঃ ৯৯.৯৯৯৯৯% মানুষই ডগ্‌ম্যাটিক বিষয়টা নিয়ে এভাবে ভাবে না। তারা হয়ত মনে করে বিশ্বাস মানেই ডগ্‌ম্যাটিক! যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসকে ডগ্‌ম্যাটিক বলে তারা এখনও মা'র পেটেই রয়ে গেছে। বরঞ্চ ঈশ্বরে বিশ্বাস না করা মানে নিজেকে জোর করে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া (Because there is every possibility to loose in this game)। একজন র‍্যাশনাল মানুষ জেনে-শুনে নিজেকে কখনো চরমতম অনিশ্চয়তার (Uttermost Uncertainty) দিকে ঠেলে দিতে পারেন না। আর এ কারণে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করাটাই ইর‍্যাশনালিটি ও ডগ্‌ম্যাটিজমের মধ্যে পড়ে, কারণ এখানে যুক্তির চেয়ে আবেগ বা বাতিক কাজ করে বেশী। তারা ইনফাইনাইট টাইম-স্প্যান'কে অস্বীকার করে সবকিছুর ফলাফল তৎক্ষণাৎ দেখতে চায়। আর তাৎক্ষণিক ফলাফল না দেখতে পেয়ে চিন্তা-ভাবনার ডোমেইনকে ন্যারো-থেকে-ন্যারোতর বানিয়ে ফেলে। সে কারণে তারা মনের বিরুদ্ধে হলেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করে সাময়িক কিছু শান্তি লাভের আশায় পার্থিব বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরের

বিকল্প খুঁজে বেড়ায়। যেমন একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে-সাথে তারা হয়ত মনে করে এবার বুঝি ঈশ্বরের খাওয়া শেষ (আর সেই আবিষ্কারের সাথে ধর্মগ্রন্থের দ্বন্দ্ব হলে তো সোনায় সোহাগা)! তারপর আবার হতাশা! আবার বিকল্প ঈশ্বরের সন্ধান! এ-কি এক ধরনের মেন্টাল স্লেভারি নয়? *(যুগে যুগে কিছু সেভিয়র এসেছেন এই ধরনের মেন্টাল স্লেভারি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে, যেটা বেশীরভাগ মানুষই বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারে না। যারা এই সোল্‌ মেসেজকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন তারা সত্যি-সত্যি মুক্ত বিহঙ্গের মতো।)*

নাস্তিকরা এ পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব দাঁড় করাতে সক্ষম হয়নি। এই অস্বস্থিকর অবস্থা এড়াতে তারা বিজ্ঞানের খোলসে ঢোকা শুরু করেছেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে ক্রিয়েটরের 'বিকল্প তত্ত্ব' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। কিন্তু তারা যেটা বুঝতে চায় না সেটা হচ্ছে, বিজ্ঞান নিজে যেমন বিকল্প ক্রিয়েটর নয় তেমনি আবার ক্রিয়েটর নিয়েও ডিল করে না, শুধু ক্রিয়েশন নিয়ে ডিল করে। তাছাড়াও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যত বেশী হবে, যত বেশী কম্‌প্লেক্স হবে, যত বেশী উয়ান্ডারফুল হবে; সেটা তত বেশী ক্রিয়েটরের অস্তিত্বের প্রতিই দিক্‌ নির্দেশ করবে, অনস্তিত্বের দিকে নয়! ফলে প্রত্যেকটি উয়ান্ডারফুল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ক্রিয়েটরের অস্তিত্বের সাগরে একেকটি ভ্যালুয়েবল ড্রপ্‌ (লজিক্যালি ও ফিলস্যফিক্যালি)! কারণ প্রত্যেকটি আবিষ্কার একেকটি তথ্য বহন করে। এই মহাবিশ্বে তথ্যের পরিমাণ যত বেশী হবে, সেটা তত বেশী একজন স্বজ্ঞাত সত্তার প্রতিই দিক্‌ নির্দেশ করবে, অ্যাক্‌সিডেন্টের দিকে নয়! তাছাড়া বার্ট্রান্ড রাসেল কী বললেন আর NAS (National Academy of Sciences)-এর গবেষকরাই বা কী বিশ্বাস করলেন তাতে যে কিস্‌সু যায় আসে না সেটা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পারছিস। বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে নাস্তিকতার প্রবণতা বেড়েছে মূলতঃ চার্চের সাথে বিজ্ঞানীদের সজ্ঞর্ষ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে, অর্থাৎ গ্যালিলিওর সমসাময়িক সময় থেকে। শুধু তাই নয়, ডারউইনবাদ বৈজ্ঞাবিকভাবে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই অনেকে নাস্তিক হয়ে হাত-পা ধুয়ে বসে আছেন! এমনকি ৯-১১ নাটক দেখেও কেহ কেহ নাস্তিক হয়েছেন! তাছাড়া ইউরোপ-আমেরিকাতে নাস্তিকতা কিছুটা ফ্যাশন হয়েও দাঁড়িয়েছে। কথা হচ্ছে, এগুলোর সাথে ঈশ্বরের অনস্তিত্বের আদৌ কি কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? বার্ট্রান্ড রাসেলও মূলতঃ প্রচলিত ধর্মের উপর ভিত্তি করে নাস্তিক হয়েছিলেন। আর স্রেফ ডারউইনবাদের উপর ভিত্তি করে যারা নাস্তিক হয় তাদের সিদ্ধান্ত তো আরো হাস্যকর। যাহোক, যুক্তি দিয়ে কোন কিছুকে 'নাই' করে দিলেই তো আর প্রকৃতপক্ষেই নাই হয়ে যায় না, তাই না? দেখলি না, আমি প্রথমেই যুক্তি দিয়ে আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ও নিউটনকে যথাক্রমে গাধা, রাম-ছাগল ও ভেড়া বানিয়ে দিয়েছি! তাই বলে কি তুই প্রকৃতপক্ষেই তাঁদের গাধা, রাম-ছাগল ও ভেড়া বলে বিশ্বাস করা শুরু করেছিস? বেহুদ্দা ব্যাটাছৌল কোথাকার! বার্ট্রান্ড রাসেলকেও যুক্তি দিয়ে সহজেই 'কিছু একটা' বানিয়ে দেওয়া সম্ভব! তবে এ যাত্রায় তাঁকে ছাড় দিলাম!

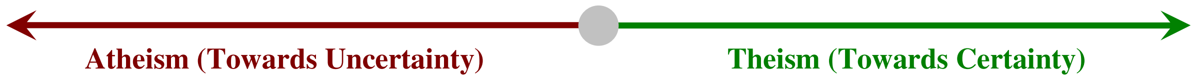

একটি বিশ্বাসকে তখনই অন্ধ-বিশ্বাস বলা যাবে যখন তার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই দাঁড় করানো সম্ভব হবে না। যেমন ঘোড়ার আন্ডাতে বিশ্বাস একটি অন্ধ-বিশ্বাস, কারণ তার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই কেহ দাঁড় করাতে সাহস পাবে না! ঘোড়ার আন্ডা ও মানুষের বুদ্ধিমত্তা - দুটোর কোনটিই কিন্তু স্বচক্ষে দেখা যায় না। তাই বলে মানুষের বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাসকে কি অন্ধ-বিশ্বাস বলা যাবে? মোটেও না। কারণ বুদ্ধিমত্তার স্বপক্ষে জোরালো কিছু যুক্তি দাঁড় করানো সম্ভব। ঈশ্বরে বিশ্বাসও কিছুটা বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাসের মত। এটা অনেকটা উপলব্ধিরও ব্যাপার। ঈশ্বরের অস্তিত্ব পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও তার স্বপক্ষে অনেক জোরালো যুক্তি আছে।

ওহ্‌ হ্যাঁ, আমি এ-পর্যন্ত যা বলেছি তার সবকিছুই কিন্তু ব্লাইন্ড ও র‍্যান্ডম ইভ্যলুশনের ফলাফল। এর মধ্যে কোনরকম বুদ্ধিমত্তা কাজ করে নাই। আর ইভ্যলুশনের ফলাফল হওয়াতে আমার কোন কথায় মাইন্ডও করতে পারবি না কিন্তু!"

ও-য়া-ও! বন্ধুর এমন দাঁতভাঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা ঝাড়ির কী জবাব দেব বুঝতে পারছি না! তার বেশীর ভাগ কথা-বাত্রাই আমার মাথা ও কানের উপর দিয়ে চলে গেছে! কেহ কি এ-যাত্রা থেকে আমাকে রক্ষা করবেন?

সত্যিই কি - Believing in the Creator is NOT a blind-Belief?
সত্যিই কি - The GREATEST Rational Wager Ever?
সত্যিই কি - NOTHING to Loose?
সত্যিই কি - The Ball is INDEED in Atheists' Court?

রায়হান **03-Dec-2006, ahumanb@yahoo.com**